সামাজিকীকরণ, ন্যায়বিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

সামাজিকীকরণ, ন্যায়বিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

সামাজিকীকরণ, ন্যায়বিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহৎ চরিত্রের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: সামাজিকীকরণ, ন্যায়বিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

সামাজিকীকরণ, ন্যায়বিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন

সামাজিকীকরণ- ১

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর মানে এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে একজন মুসলমান তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত

দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস হারাতে হবে না। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং উপদেশ দেয়, যা অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী, তখন তাদের উচিত হবে এমন নম্রভাবে যেমন তারা চায় যে অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। তাদের আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে কঠোর প্রচেষ্টা করার জন্য উত্সাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য

প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 2

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ যেভাবে আচরণ করেন, একইভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি অন্যের জন্য এই ধরনের কষ্ট লাঘব করবে, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয় হোক, বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদীসে বিভিন্নভাবে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পান করাবে তাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, সেহেতু এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা আখিরাতে পৌঁছায়। এটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, একজন মুসলমানকে দুনিয়ার কষ্টের চেয়ে হাশরের দিনের কষ্টের প্রতি সবসময় বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কষ্টগুলো সর্বদাই হবে ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের কষ্টের চেয়ে কম কঠিন এবং কম প্রসারী। এই বোঝাপড়া নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালের কষ্ট এড়াতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। কেউ যদি এটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তারাই যাদের দোষ-ত্রুটি মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু যে অন্যের দোষ লুকিয়ে রাখে তাকে সমাজ এমন একজন বলে মনে করে যার কোনো স্পষ্ট দোষ নেই।

এই উপদেশের প্রতি দুই ধরনের লোক আছে। প্রথমটি হল তারা যাদের ভুল কাজগুলি ব্যক্তিগত অর্থ, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে না এবং অন্যদের কাছে গর্বিতভাবে তাদের পাপ প্রকাশ করে না। যদি এই ব্যক্তি পিছলে যায় এবং এমন কোন গুনাহ করে যা অন্যদের কাছে জানা যায়, তবে তা যতক্ষণ না অন্যের ক্ষতি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আবৃত করা উচিত। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 19:

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ুক [বা প্রচার করা হোক] তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি..."

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4375 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদের ভুলগুলি উপেক্ষা করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল সেই পাপাচারী যে প্রকাশ্যে পাপ করে এবং লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পরোয়া করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়ই অন্যদের কাছে করা পাপের বিষয়ে গর্ব করে। তারা যেমন অন্যদেরকে খারাপ কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে, তেমনি অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা এই হাদিসের বিরোধী নয়। কিংবা এই ব্যক্তিকে এই দুষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ নং 2546-এ পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। সঠিক কারণে।

আলোচ্য মূল হাদীসের এই অংশে আমল করা জরুরী, কারণ বিচার দিবসে সমগ্র সৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হওয়ার অপমান কল্পনার বাইরে। সুতরাং একজন ব্যক্তির এই বিশ্বাসে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে, এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হওয়া তাদের জন্য যেমন সহনীয়, তেমনি তারা বিচারের দিনে উন্মুক্ত হওয়াও সহ্য করতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ না তারা অন্যদের সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন একটি সফল ফলাফল নিশ্চিত হয়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ঐশ্বরিক সাহায্য প্রাপ্ত হয় যখন একজন অন্যকে ধর্মীয় এবং বৈধ পার্থিব উভয় বিষয়ে সাহায্য করে। উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে হবে, যদি তারা এই পুরস্কার চায়। এর মানে তাদের আশা করা উচিত নয়, আশা করা উচিত নয় এবং তারা যারা সাহায্য করছে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার কোনো লক্ষণ চাওয়া উচিত নয়।

তাই মুসলমানদের উচিত, নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

সামাজিকীকরণ - 3

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের মতানুযায়ী অন্যদের সমর্থন করতে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। মানে একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরে প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন হওয়া এড়াতে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে তার নিজের পরিবারের

বাইরে অন্যদের জন্য কার্যত যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুদের চেয়ে উত্তম হওয়া উচিত।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতি বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি তার নিজের কষ্ট দূর করতে চায়, তাকে অবশ্যই অন্যদের জন্য এইভাবে আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একজন মুসলমানের জন্য তাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং অন্য মুসলমানের জন্য দুর্দশার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই মধ্যে একটি.

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলমান পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

সামাজিকীকরণ - 4

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে গুনাহের পথ দেখায়, তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্ক হওয়া জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না কেবল এই দাবি করে যে তারা কেবল অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যাতে তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেরা করতে পারে না এমন কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

উপরন্তু, এই ইসলামি নীতিটি একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তার ভাল কাজের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি চমৎকার উপায়। একজন ব্যক্তি যত বেশি অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দের দিকে পরিচালিত করবে, তাদের নেক আমল তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। এটি এমন একটি উত্তরাধিকার যা একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের সাথে চিন্তা করতে হবে, কারণ অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার যেমন সম্পত্তি সাম্রাজ্য, আসবে এবং যাবে, এবং তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের কোন উপকার করবে না। যদি কিছু থাকে তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তিদের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করে।

সামাজিকীকরণ - 5

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের উভয় দিকই পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতি থেকে দূরে রাখে। ব্যক্তি এবং তাদের সম্পত্তি, তারা যে ধর্মই অনুসরণ করে না কেন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয়, একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিনে তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে।

এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে।

নামায ও রোযার মত নেক আমল জমা করার কোন মানে হয় না, শুধু বিচার দিবসে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া। বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার পূরণ করে তাদের নেক আমল বৃদ্ধি এবং তাদের পাপ কমানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 6

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে, তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলিমদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামিক জ্ঞান অনুসারে, ভদ্রভাবে, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম হোক বা দৃশ্যত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফেল হয়ে গেলেও, তাদের পরিবারের মতো নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য, সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। আবু দাউদ, নম্বর 2928। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় তবে তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত অবিরতভাবে তাদের নম্র উপায়ে উপদেশ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। অজ্ঞতাবশত এবং মন্দ আচার-ব্যবহারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ মানুষকে সত্য

ও সঠিক পথনির্দেশ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, যা পুরো সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

যখন কেউ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ সঠিকভাবে করে তখনই তারা সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন তাকে ক্ষমা করা হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজগুলিকে উপেক্ষা করে, তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

সামাজিকীকরণ - 7

সুনানে আবু দাউদ 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সব ধরনের আপত্তি করা সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হওয়ার সময় উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে, সে সেই ব্যক্তির মতো যে ছিল না। বর্তমান কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে তা করার সময় উপস্থিত এবং নীরব ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার এটি করার শক্তি আছে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের কাজ বা কথার দ্বারা তাদের ক্ষতি করা হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন

বেআইনিভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত। এটি পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে লোকেদের দৃষ্টিতে অবস্থানের কারণে নীরব থাকে, যদিও তারা ঘটছে এমন মন্দের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নির্ভরশীলদের ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যাদের মনে করে। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ, এটা মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে একজন মুসলমানকে অবশ্যই মন্দের বিরুদ্ধে কোমলভাবে আপত্তি জানাতে হবে। ইসলামী জ্ঞানার্জন ও আমল ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং অন্যদের রাগ করার ফলে আরও পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে । পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই সঠিক সময়ে মন্দের আপত্তি করতে হবে, কারণ ভুল সময়ে কাউকে গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা, যেমন তারা যখন রাগান্বিত হয়, তাদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সামাজিকীকরণ - ৪

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে তারা যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এর সারমর্ম হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা।

মূল হাদিসটিও মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে মানুষের সাথে সদয় আচরণ করতে চায়, তাকেও অন্যদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে তাদের ধর্ম নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

পক্ষে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রটি সবচেয়ে ভারী জিনিস হয় তবে এর অর্থ হ'ল বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে খারাপ চরিত্র। মহান আল্লাহর প্রতি খারাপ চরিত্র, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সৃষ্টির প্রতি, অন্যের দ্বারা একজন ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করতে চায় তাদের সাথে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়া।

সামাজিকীকরণ - 9

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলের মধ্যে একটি ন্যায়পরায়ণ শাসক অন্তর্ভুক্ত. প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যেক মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা শাসক হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং তাদের সন্তানদের উপর নির্ভরশীলদের উপর রাখাল হিসেবে চেষ্টা করে। এই সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ এবং বিশেষত তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা লোকদের প্রতি সমস্ত কর্তব্য পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করেন। এতে সেসব মুসলিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তি নেই কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজের দেহের উপর শাসক এবং তারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদ যেমন সম্পদের মতো। তাই যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে তাদের শরীরের উপর শাসন করে এবং তাদের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগায়, তখন তারাও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করে তার লক্ষ্য সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, এমনকি তা মানুষের অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের ভেতরের শয়তানও। প্রকৃতপক্ষে, ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত

থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে আল্লাহর হক, নিজের অধিকার এবং নিজের অধিকার আদায় করে। মানুষের অধিকার।

বিচার দিবসে পরবর্তী ব্যক্তি যারা ছায়া পাবে তারা যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য লোকদের ভালবাসে। এর অর্থ হল তারা যোগাযোগ করে, পরামর্শ দেয় এবং অন্যদের সাহায্য করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তারা কেবল তাদের কথার মাধ্যমে নয় কাজের মাধ্যমে তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে। তারা মানুষের কাছ থেকে যা করে তার বিনিময়ে তারা কখনই কিছু চায় না বা আশা করে না এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে। এই আন্তরিকতাই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি মুসলমানকে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচার করা হবে, শুধু তাদের কাজ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা মানুষের স্বার্থে কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আন্তরিকতার সাথে কাজ করা শুধুমাত্র উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার অর্জন করে না বরং এটি এমন একটি স্থান নিশ্চিত করে যা তারা মানুষের পরিবর্তে মহান আল্লাহতে আশা করে। যখন কেউ লোকেদের মধ্যে আশা রাখে তারা অবশেষে, শীঘ্র বা পরে, তাদের দ্বারা হতাশ হবে যা শত্রুতা, ভাঙা সম্পর্ক, তিক্ততা এবং অন্যান্য পাপ এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে।

সুনানে আবু দাউদ, ৪৬৮১ নং হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা হল নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি শাখা। এর কারণ হলো নিজের ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে ইসলামের অন্যান্য কর্তব্যগুলিকে সরাসরি এগিয়ে পাবে।

সামাজিকীকরণ - 10

সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের বক্তৃতা ও কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সেরা পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে। সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তারা তাদের খারাপ পরামর্শের উপর কাজ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করা হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এতে অন্যের ব্যবসায় জড়িত না হওয়াও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। একজন মুসলমানকে তাদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে অন্যদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলতে হবে, যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলুক।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয়, তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ, জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে, কারণ সেগুলি হল একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

সামাজিকীকরণ - 11

সহীহ বুখারির ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। যদিও একজন মুসলমান যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর কাজ করে তবে তাদের বিশ্বাস হারাবে না তবুও তাদের এড়িয়ে চলা অতীব জরুরী যে একজন মুনাফিকের মত আচরণ করে বিচারের দিন তাদের সাথে শেষ হতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। মানে, তারা প্রায়শই মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা, যাকে প্রায়শই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয়, বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত করা এবং লোকেদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অবিরত থাকে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের উদ্দেশ্যের অর্থকে সংক্রামিত করে, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। এতে উভয় জগতে পুরস্কারের ক্ষতি হয়। উপরন্তু, এটি তাদের ক্রিয়াকলাপকেও কলুষিত করবে, কারণ যখন একজনের জিহ্বা মিথ্যা কথায় আসক্ত হয় তখন শারীরিক পাপ করা সহজ হয়ে যায়।

মূল হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকির পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের আমানতের খেয়ানত করে। এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো

আশীর্বাদগুলোকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা ও রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে, কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়। একজনকে অবশ্যই তাদের এবং লোকেদের মধ্যে আস্থার সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আস্থার সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এসব মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই আমানতগুলো পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার দায়িত্ব তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে, বুঝতে এবং আমল করতে উত্সাহিত করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকির চূড়ান্ত নিদর্শন হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যে প্রতিশ্রুতি সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু এবং ঈশ্বর হিসাবে মেনে নেয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা।

লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করা উচিত, যদি না একজনের একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে, যা একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন? যেখানে সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না করা সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন কোন বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 12

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজনকে এটিকে গ্রহণ করা উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা শেখানো চরিত্র। এর মাধ্যমে একজন তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে। যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তারা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 13

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত করবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়া দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া সম্ভব নয়। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশগুলি পালন করার মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐতিহ্যের প্রতি। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে তারা বাধা দেবে। এই মনোভাব উভয় জগতেই তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা হালাল হলেও তাদের প্রয়োজনের বাইরে, কারণ যে আশীর্বাদগুলিকে বৃথা বা পাপপূর্ণ উপায়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মূল। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথেই শেষ হবে, সহীহ বুখারী, 3688 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সাথে থাকা এবং তাদের জীবনধারা ও আচরণ অবলম্বন করে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। . কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তাহলে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত সঙ্গ। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সামাজিকীকরণ - 14

সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচারের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদের পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে. অত্যাচার করা তাই একজনকে এই আলো পেতে বাধা দেবে।

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কোন ব্যক্তি কোন পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে, ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ঢেকে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে। এটি ঘুরে, পরবর্তী পৃথিবীতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

“না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।”

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদের আকারে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আমানত পূরণে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের উপর জুলুম করে। এই আস্থা পূর্ণ হয় যখন একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান, সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত আশীর্বাদের মালিক আল্লাহকে খুশি করে।

এসব নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ঈমান। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে। ঈমান হল একটি গাছের মত যার প্রতিনিয়ত যত্ন নিতে হবে এবং ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে লালন-পালন করতে হবে। এই উদ্ভিদের মৃত্যু কারো ঈমানের আলো নিভিয়ে দেবে, যার ফলশ্রুতিতে তারা উভয় জগতেই অন্ধকারে পতিত হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই পরিণতি এড়াতে হবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই সকল প্রকার নিপীড়ন এড়িয়ে চলতে হবে যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

সামাজিকীকরণ - 15

জামে আত তিরমিযী, 2016 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মুমিনদের মা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি অশ্লীল বা উচ্চস্বরে নন। তিনি কখনো মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেননি বরং অন্যের দোষ ক্ষমা ও উপেক্ষা করতেন।

প্রথমত, সকল মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা তাদের উপর কর্তব্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে কখনই অশ্লীলভাবে কাজ করা বা কথা বলা উচিত নয় কারণ এটি মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। এবং বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস, জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যে ব্যক্তি হাশরের দিনে পৌঁছাবে তার খারাপ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় একজন অশ্লীল ব্যক্তি হিসেবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে তার জাহান্নামে প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক বেশি, কারণ বিচারের দিনে একজনকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সহজ কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাস ও অশ্লীলতা কখনোই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

একজন মুসলিমকে উচ্চস্বরে বলা উচিত নয় কারণ এর ফলে অন্যদের, বিশেষ করে আত্মীয়দের সম্মান নষ্ট হয়। উচ্চস্বরে প্রায়ই আক্রমনাত্মক জুড়ে আসে এবং সহজেই অন্যদের ভয় দেখাতে পারে। এটা একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদের সাথে আচরণ করার সময় একজন মুসলমানকে অবশ্যই নম্র, সদয় এবং সহজবোধ্য হতে হবে, কারণ এটি ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি দেখায়। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 19:

"...এবং আপনার কণ্ঠস্বর নিচু করুন; প্রকৃতপক্ষে, সবচেয়ে অপ্রীতিকর শব্দ হল গাধার কণ্ঠ।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানুষ যেমন নিখুঁত নয় তারা ভুল করতে বাধ্য। একজন ব্যক্তি যেমন মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চায়, তেমনি তাদের উচিত অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা। সহজ কথায়, একজন অন্যের সাথে যেভাবে আচরণ করে তা হলো মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। অন্যকে ক্ষমা না করাটাও মূর্খতা , তারপরও মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যকে ক্ষমা করা এবং অন্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা দুটি আলাদা জিনিস। একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তাদের আবারও তাদের অপব্যবহারকারীর দ্বারা অন্যায় করা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের আচরণকে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে আচরণ করা অব্যাহত থাকে।

সামাজিকীকরণ - 16

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে তখন আরও সম্মানিত হবে। এটি ঘটে যখন যে অন্যকে ক্ষমা করে তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃত সম্মান মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠত্বে নিহিত নয় বরং তা নিহিত রয়েছে করুণাময় ও ক্ষমাশীল হওয়ার মধ্যে। সহজ কথায়, কেউ যদি তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা পেতে চায় তবে তার উচিত অন্যকে ক্ষমা করা। কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তাদের অবশ্যই তাদের অপব্যবহারকারীর দ্বারা অন্যায় করা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের আচরণকে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে আচরণ করা অব্যাহত থাকে। অন্যকে ক্ষমা করার অর্থ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া নয়।

সামাজিকীকরণ - 17

সহীহ মুসলিম, 6548 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসতেন এমন দু'জনকে ছায়া দেবেন। বিচার এর দিন।

মহান আল্লাহ এই দুই ব্যক্তিকে ছায়া দিবেন যেদিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে মানুষ যদি সূর্যের তাপ মোকাবেলা করতে কষ্ট করে তাহলে বিচার দিবসে তাপের তীব্রতা কল্পনা করা যায় কি?

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এমন পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। আর যে ব্যক্তি এটি নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে পারবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে পারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। এই কারণেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসাকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা ভালো তা কামনা করা। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যকে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে সমর্থন করা, নিজের উপায় অনুসারে। একজন অন্যের জন্য যে অনুগ্রহ করে তা গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং তাদের অকৃত্রিমতাও প্রমাণ করে, কারণ তারা শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাদের মধ্যে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে।

উপসংহারে বলা যায়, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত যা একজন নিজের জন্য শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে পছন্দ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সত্যিকারের বিশ্বাসী হওয়ার একটি দিক। এটি তখন সর্বোত্তম অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

সামাজিকীকরণ - 18

সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলাম একটি অতি সরল ধর্ম। এর একটি মৌলিক শিক্ষা হল যে মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যারা অন্যদেরকে উপকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ সমর্থন করবেন। সুনান আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করবেন।

সহজ কথায়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কেউ যদি অন্যদের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। এবং যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের সাথে মহান আল্লাহ অনুরূপ আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা ফরয নামাযের মতো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে। এর কারণ হল একজন মুসলিমকে সফলতা অর্জনের জন্য উভয় দায়িত্বই পালন করতে হবে যথা, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

ঐশ্বরিক করুণা পাওয়ার একটি সহজ উপায় হ'ল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এটি সমস্ত মানুষের জন্য সত্য, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রসারিত।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সদয় আচরণ করবেন, যদি তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেন। যদি তারা অন্য কোন কারণে তা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাগুলিতে বর্ণিত সওয়াব হারাবে। সকল কর্মের ভিত্তি এবং ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 19

সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেশীদের সাথে এতটা সদয় আচরণ করতে তাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী তাদের মুসলিম প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারী হবে। .

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও এই দায়িত্বটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা জরুরী যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা একজন মুসলমানের বাড়ির প্রতিটি দিকে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বসবাস করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই এর গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করা। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে তার ক্ষেত্রে যদি এমন হয়, তাহলে প্রতিবেশীকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে?

প্রতিবেশীর দ্বারা দুর্ব্যবহার করলে একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ করা। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। ভালো প্রতিবেশী সেই যে ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে দেয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। [মন্দকে] সেই [কাজ] দ্বারা প্রতিহত করুন যা উত্তম; এবং তারপর, আপনার এবং তার মধ্যে শত্রুতা [হবে] যেন সে একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন তাদের প্রতিবেশী বা অন্যদের সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেবেন না এবং যখন এটি উপযুক্ত হবে তখন তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত। উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা ছোটখাটো পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যা ভবিষ্যতে তাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে না, আবার জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পুনরুত্থিত হবে না।

প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের প্রতিবেশীদের দোষ গোপন করা যখন তারা কোন নেতিবাচক পরিণতি হবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করবেন এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ

করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীর সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীরা তাদের সাথে ব্যবহার করতে চায়, যার মধ্যে রয়েছে দয়া এবং সম্মান দেখানো।

সামাজিকীকরণ - 20

সহীহ মুসলিম, 6551 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মুসলিম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে জান্নাতের বাগানে থাকে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি যেকোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে। যদিও এটি নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ, তবুও একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা জরুরী। যদি তারা অন্য কোন কারণে যেমন লোক দেখানোর জন্য তা করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না।

এছাড়াও, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার শিষ্টাচার এবং শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। এই দিন এবং বয়সে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করা সহজ হয় যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের দেখতে যান, কারণ একজন অসুস্থ ব্যক্তি সারা দিন বিশ্রামে থাকবেন এবং এটি তাদের পরিবারে সৃষ্ট ব্যাঘাত কমিয়ে দেবে। এতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা।

যদি একজন ব্যক্তিকে অসুস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে অন্য সময়ে ফিরে যেতে বলা হয়, একজন মুসলমানকে অবশ্যই কোনো ক্ষোভ না রেখেই তা গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 28:

"...আর যদি তোমাকে বলা হয়, "ফিরে যাও", তাহলে ফিরে যাও, এটা তোমার জন্য অধিকতর পবিত্র। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"

যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা হয় কোন পুরস্কার পাবে না অথবা তারা কেমন আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই সৎ কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

সামাজিকীকরণ - 21

সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচক উপায়ে জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রায়ই পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমের উচিত যেখানে সম্ভব বিষয়গুলিকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করা। দুর্ভাগ্যবশত, একটি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা একটি পরিবার থেকে জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য একটি জাতি কতবার যুদ্ধে গেছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের খনন করছে। এটি একজনকে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের কেবল উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা উপহাস করা হচ্ছে এবং এটি একজনকে উপদেশ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল একটি তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যদি ধরে নেয় যে কেউ তাদের খোঁচা দিচ্ছে, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে জিনিস ব্যাখ্যা করা একটি শক্তিশালী মানসিক রোগের জন্ম দেয়, যেমন প্যারানয়া। যে প্যারানিয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের জন্য সন্দেহ করবে। এটি সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে, যেমন বিবাহ।

একজনকে ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। যদিও, সবসময় নেতিবাচক উপায়ে জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করা একজনকে সবসময় অন্যদের প্রতি নেতিবাচকভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে উত্সাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভাল হয়। এটি কেবল একজনকে অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

সামাজিকীকরণ - 22

সুনানে আবু দাউদ, 4815 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, জনসাধারণের সামনে মিলিত হওয়ার সময় জনগণকে অবশ্যই সর্বজনীন রাস্তার অধিকার পূরণ করতে হবে।

এই হাদিসে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের উচিত তাদের দৃষ্টি নত রাখা এবং তাদের জন্য হারাম জিনিসের দিকে তাকাবে না। আসলে, একজনের উচিত তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের জিহ্বা এবং কানকে একইভাবে রক্ষা করা। এটি অর্জন করা হয় যখন কেউ এমন জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়।

এই হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল, তারা যেন তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এতে বক্তৃতা আকারে ক্ষতি, যেমন অশ্লীল ভাষা এবং গীবত করা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্ষতি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা। যদি তারা এটি করতে না পারে, তবে তারা অন্তত যা করতে পারে তা হল তাদের শারীরিক এবং মৌখিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, অন্যকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে একজনের কথার মাধ্যমে শান্তির ইসলামিক অভিবাদনের সূচনা করা এবং অন্যের কাজ এবং অন্য বক্তৃতায় শান্তি দেখানো অন্তর্ভুক্ত। নিজের কথার মাধ্যমে অন্যের কাছে শান্তি প্রসারিত করা এবং তারপর তাদের কাজ এবং অন্য কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা খাঁটি ভণ্ডামি ।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি মুসলমানদেরকে ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার পরামর্শ দেয়। জামে আত তিরমিযী, 2172 নম্বর হাদিসে বর্ণিত তিনটি স্তর অনুযায়ী এটি করা উচিত। সর্বোচ্চ স্তর হল ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের কর্মের সাথে করা। এর পরের স্তরটি হল একজনের কথার সাথে এটি করা। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, গোপনে অন্তরের অর্থ দিয়ে করা। এ দায়িত্ব সর্বদা ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী এবং নম্রভাবে পালন করতে হবে। যেখানে সম্ভব, অন্যদের বিব্রত এড়াতে এটি ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ভাল পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটি উপযুক্ত সময়ে করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, একজন রাগান্বিত ব্যক্তি শান্ত হওয়ার পরে, কারণ ভুল সময়ে ভাল পরামর্শ প্রায়শই অকার্যকর হয়। প্রায়শই মুসলমানরা সঠিক জিনিসের উপদেশ দেয় কিন্তু তারা যেমন কঠোর উপায়ে তা করে, তারা শুধুমাত্র মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সদয় আচরণের সাথে সঠিক জ্ঞানকে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক যাতে ভালো পরামর্শ অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"সুতরাং আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

যেহেতু এই বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করা এবং প্রয়োগ করা কঠিন, তাই একজনকে নিরাপদ বিকল্প বেছে নেওয়া উচিত এবং জনসমক্ষে অন্যদের সাথে সামাজিকীকরণ কম করা উচিত, কারণ এটি প্রায়শই ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

উপসংহারে, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা এবং প্রদর্শন করা।

সামাজিকীকরণ - 23

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সমস্যা মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনি সেই নিয়ামত দান করেছেন যা হিংসা করা হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়ামত কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন ঈর্ষাকারী মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী নিজে আশীর্বাদ না পায়। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিককে তাদের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকার পাপ নয়, তবে হিংসা যদি পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে তা অপছন্দনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষাকে কখনই অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দিতে হবে না।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে আশীর্বাদ বরাদ্দ করেন। অর্থ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দান করেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই, অন্যদেরকে হিংসা করার পরিবর্তে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহারে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। এটি আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে, কারণ এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

উপরন্তু, এটি মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, যা ক্রমাগত ঈর্ষাকারী কখনই পায় না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সামাজিকীকরণ - 24

জামে আত তিরমিযী, 1337 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত।

একটি অভিশাপ মহান আল্লাহর রহমত অপসারণ জড়িত. যখন এটি ঘটে, তখন পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্থায়ী শান্তি ও সাফল্য সম্ভব হয় না। ঘুষের মাধ্যমে ধন-সম্পদের মতো যা কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তা উভয় জগতেই বড় কষ্ট, চাপ ও শাস্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যদি না কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। যেহেতু ঘুষ বেআইনি, সেহেতু যে কোনো ভালো কাজ যা ব্যবহার করা হয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং পাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। এমনকি যদি ঘুষ গ্রহণকারী কোনোভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, মানুষের বিরুদ্ধে তাদের পাপ বিচার দিবসে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, ঈমানের তিনটি দিক সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়, যথা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে ঘুষের বড় পাপ বিশ্বের সমস্ত অংশে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। পার্থক্য শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এটি প্রকাশ্যে

এবং আরও উন্নত দেশে গোপনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ঘুষের সাথে জড়িত থাকে একজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, যেমন একজন বিচারককে উপহার দেওয়ার জন্য, যা তাদের নয় এমন কিছু লাভ করার জন্য। শুধুমাত্র একটি ঘুষ একটি পাপ হিসাবে রেকর্ড করা হবে না যখন কেউ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়. এক্ষেত্রে অভিশাপ যে ঘুষ খায় তার উপর।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমরা যদি ঘুষ এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই সেগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র যখন এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হয় তখনই তা প্রভাবশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করবে। এই লোকেদের এইভাবে আচরণ করার কারণ হল তারা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে দেখেন যে তারা নিজেরাই দুর্নীতির চর্চা করে। কিন্তু যদি সমাজ, ব্যক্তি পর্যায়ে, এই অনুশীলনগুলি প্রত্যাখ্যান করে, তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের অবস্থানে থাকা কোনও ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার সাহস করবে না, কারণ তারা জানে যে লোকেরা এর পক্ষে দাঁড়াবে না।

সামাজিকীকরণ - 25

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কীভাবে মানুষের ভালোবাসা পেতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

একজন মুসলমান তাদের পার্থিব সম্পদকে এড়িয়ে ও কামনা করে মানুষের ভালোবাসা পেতে পারে। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি তখনই অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে যখন তারা অনুভব করে যে অন্যরা সক্রিয়ভাবে তাদের সম্পত্তি কামনা করে বা যখন অন্যরা সক্রিয়ভাবে পার্থিব জিনিসগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করে যা তারা নিজেরাই চায়। অর্থ, নিজের যা আছে তা হারানোর ভয় এবং অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি কামনা করে তা হারানোর ভয়, অন্যের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দিতে পারে। যদি একজন মুসলিম এই হাদীসের প্রথম অংশের উপর আমল করার পরিবর্তে নিজেকে দখল করে তবে এটি তাদের অতিরিক্ত পার্থিব জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখবে যা অন্যরা কামনা করে, কারণ এই আকাঙ্ক্ষাগুলির বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের জন্য। আর যদি কোনো মুসলমান অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে, যা সুনানে আন নাসাই-এর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, যা প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন, তাহলে তারা মানুষের ভালোবাসাও লাভ করবে।

সামাজিকীকরণ - 26

জামে আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তর্ক করা এড়িয়ে চলে, যদিও তারা সঠিক হয়, তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর দেওয়া হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য তর্ক বা বিতর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তিতে বিজয়ী হওয়া কোনোভাবেই কারো পদমর্যাদা বাড়ায় না। উভয় জগতেই একজনের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় যখন তারা তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা গ্রহণ করে। একজন মুসলিমের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো, কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এই সঠিক মানসিকতা যা 16 অধ্যায় আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা কারণ জোরপূর্বক তর্ক করার বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং মনে করিয়ে দিন আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে একজন মুসলমানের তাদের সময় নষ্ট করা বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ এই মতবিরোধকে ধরে রাখে, সময়ের সাথে সাথে এটি তাদের এবং অন্যদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে, যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এটি এমনকি মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে, মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যদের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই নীতি বোঝা এই পৃথিবীতে শান্তি খোঁজার একটি শাখা।

ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার সাথে দ্বিমত পোষণকারী অন্যদের সাথে তর্ক করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ একজন তাদের সঙ্গীদের দ্বারা ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। পরিবর্তে, একজনের উচিত তাদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাদের

অধিকার পূরণ করা, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের সাথে অযথা মেলামেশা এড়িয়ে চলা।

সামাজিকীকরণ - 27

সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ায়, তা সত্য হোক বা না হোক, যা মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ভেঙ্গে ও ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান, কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয়। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"দুর্ভোগ প্রত্যেক গীবতকারী ও নিন্দাকারীর জন্য।"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? শুধুমাত্র সময় গল্প বহন গ্রহণযোগ্য যখন কেউ একটি বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা হয়.

একজন মুসলমানের জন্য এটি একটি কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও…"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 12:

"কেন, যখন তোমরা এটা শুনেছ, তখন কি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের [অর্থাৎ একে অপরকে] ভালো মনে করেনি এবং বলে নি, "এটি একটি প্রকাশ্য মিথ্যা"?

একজন মুসলিমের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরানে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অসৎ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের বা অন্যদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ…"

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির সাথে অন্যদের নিয়ে গসিপ করে, সে অন্যদের সাথেও সেই ব্যক্তির সম্পর্কে গসিপ করবে।

পরিশেষে, গল্পের বাহক মানুষের সাথে অন্যায় করেছে, যতক্ষণ না তাদের ভুক্তভোগীরা তাদের প্রথমে ক্ষমা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। যেহেতু মানুষ এতটা করুণাময় এবং ক্ষমাশীল নয়, এটি গল্প বাহককে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে, বিচারের দিনে গল্প বাহক তাদের শিকারের পাপ

গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। পরিশেষে, মূল হাদিসে জান্নাত হারানোর সতর্কবাণী একজন গল্পকারের জন্য সহজেই ঘটতে পারে, কারণ তারা যে বিদ্বেষপূর্ণ গসিপ শুরু করেছিল তা সহজেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। সম্প্রদায় এবং এমনকি বিশ্ব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ফলস্বরূপ, গল্পের বাহক যিনি পরচর্চার সূচনা করেছেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির পাপের অংশীদার হবেন যারা এই গসিপ নিয়ে আলোচনা করে। এবং তাদের পাপ তাদের মৃত্যুর পরেও বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের শুরু করা গসিপ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব, একজনকে অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করা এড়িয়ে চলার মাধ্যমে এই বিপজ্জনক পরিণতি এড়াতে হবে, ঠিক যেমন তারা অন্যদের তাদের সম্পর্কে গসিপ করা অপছন্দ করে। যদি একজনকে অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতেই হয় তবে তাদের ইতিবাচক উপায়ে তা করা উচিত অন্যথায় তাদের চুপ থাকা উচিত।

সামাজিকীকরণ - 28

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে সেই সমস্ত আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন একজনের দেহ। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখকে হালাল জিনিস দেখার জন্য, তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল ও উপকারী কথা বলার জন্য এবং তাদের সম্পদকে উপকারী ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদেরও প্রসারিত করে, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেমন

তাদের জন্য প্রদান করা এবং নম্রভাবে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করা। একজনের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে পার্থিব বিষয় নিয়ে। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে, কারণ এটি এখন পর্যন্ত শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই আল্লাহকে মানতে হবে, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদিস অনুসারে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ এবং তাই বিচারের দিনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রতিটি] প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুতিটি সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

সামাজিকীকরণ - 29

সহীহ বুখারী, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের পাওনা পাঁচটি অধিকার তালিকাভুক্ত করেছেন।

প্রথমত, তারা শান্তির সালামের জবাব দিতে হবে, যদিও জবাব তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মুসলমানকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূরণ করতে হবে। কাউকে শান্তির ইসলামী অভিবাদন জানানো এবং তারপর তাদের কাজ বা অন্য কথার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা অত্যন্ত ভণ্ডামি। উপরন্তু, এই শান্তি অবশ্যই অন্যদের দেখানো উচিত যারা উপস্থিত নেই। উদাহরণস্বরূপ, যে দুজন মুসলমান একে অপরকে অভিবাদন জানায়, তাদের কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমেও অন্যের ক্ষতি করা উচিত নয়। এটাই হলো শান্তির ইসলামি অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল অসুস্থদের দেখতে যাওয়া। একজন মুসলমানের উচিত অসুস্থ মুসলমানদের দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা দেওয়া হয়। সমস্ত অসুস্থ মুসলমানের সাথে দেখা করা কঠিন হবে তবে প্রতিটি মুসলমান যদি অন্তত তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যায় তবে অসুস্থদের বেশিরভাগই এই সহায়তা পাবে। একটি সুবিধাজনক সময় ব্যবস্থা করার জন্য একজন মুসলমানকে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে দেখা করার আগে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সকল প্রকার নিরর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা ও কাজ পরিহার করতে হবে, যেমন পরচর্চা করা, অন্যথায় একজন

মুসলিম আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের অস্বস্তি এড়াতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

পরবর্তীতে, একজন মুসলমানের, যখন সম্ভব, অন্য মুসলমানদের জানাজায় যোগদান করা উচিত, কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুবিধা, যার মধ্যে একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। যেমন একজন অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নিতে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে চায়, তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। উপরন্তু, একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তার মতো আরও কোনো সহায়তা প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করার একটি চমৎকার উপায়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন তারা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য চায়। প্রকৃতপক্ষে, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে সাহায্য করেন, তিনি তাঁর সমর্থন লাভ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের উচিত খাবার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা, যতক্ষণ না কোনো বেআইনি বা অপছন্দনীয় কাজ না হয়, যা আজকের যুগে খুবই বিরল। লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কিছু মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় যেখানে বেআইনি বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলি ঘটে এবং তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়, কারণ এটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং স্বর্গীয় শাস্তির আমন্ত্রণ। এমন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া উচিত যেখানে হালাল জিনিসগুলি সংঘটিত হয় এবং উপকারী পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একজনকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা নিরর্থক এবং মন্দ

কাজ এবং কথাবার্তা এড়াতে পারে অন্যথায় সামাজিকতা এড়িয়ে যাওয়া তাদের জন্য ভাল।

পরিশেষে, আলোচনার মূল হাদিসটি মুসলমানদেরকে সেই মুসলমানের জন্য দো'আ করার পরামর্শ দিয়ে শেষ হয় যারা হাঁচি দেওয়ার পর মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি একজনকে সর্বদা অন্যদের, বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে উত্সাহিত করে। তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের উপকার করার জন্য চেষ্টা করা, যার ফলে তাদের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা কামনা করা বা আশা করা উচিত নয়, যেমন তাদের পক্ষে একটি প্রার্থনা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

সামাজিকীকরণ - 30

সহীহ মুসলিমের ৬৫৩৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা পার্থিব কারণে অন্য মুসলমানদের পরিত্যাগ করে। যদিও ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করা বৈধ, তবুও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সদয়ভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা অনেক বেশি শ্রেয়। এই আচরণ পাপীদেরকে তাদের পরিত্যাগ করার চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে উত্সাহিত করতে অনেক বেশি কার্যকর হবে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মুসলমানদেরকে একত্রিত হতে এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ ঐক্য শক্তির দিকে নিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ থাকায় তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করা একটি কারণ যে সময়ের সাথে সাথে

মুসলমানদের সাধারণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে যদিও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্থিব বিষয়ে মুসলমানদেরকে তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে যেখানে তারা অন্য মুসলমানকে এড়িয়ে যেতে পারে। এই ছাড়ের কারণ হ'ল নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে এবং বেশিরভাগ লোকের এটি অর্জনের জন্য সময় লাগে এবং জাগতিক সমস্যাটি উপলব্ধি করার সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা মূল্যবান নয়। যারা তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সংগ্রাম করে তাদের এই ছাড়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং যার সাথে তারা রাগান্বিত তা এড়িয়ে চলা উচিত, যেমন একজন প্রায়ই রাগ করার সময় এমন কিছু করে এবং বলে যা উভয় জগতের আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম মানুষের মানসিকতার সাথে পুরোপুরি উপযোগী এবং তাই আচরণবিধি নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনায় নেয়।

যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ের জন্য অন্য মুসলমানদের তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করে, তার ভয় করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমতে তাদের পরিত্যাগ করা হবে, যেমনটি তারা অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেমন আচরণ করেন। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 31

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমন একটি বৈশিষ্ট্যের উপদেশ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়, অর্থাৎ মানুষের ক্ষতি থেকে দূরে রাখা। এটি পূরণ করা অত্যাবশ্যক কারণ সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। যে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তাদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এর পরিবর্তে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবল তাদের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখবে না বরং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের সাহায্য করবে।

সামাজিকীকরণ - 32

জামে আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি ছোটদের প্রতি দয়া দেখাতে, বড়দের সম্মান করতে এবং আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে প্রকৃত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভাল এবং মন্দ নিষেধ।

ধর্ম, বয়স বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান ও দয়ার সাথে আচরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এটি নিঃসন্দেহে অন্যদের দ্বারা সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, কেউ একজন প্রকৃত মুসলমান বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুবকদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করা, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তরুণদের শিক্ষা দেওয়া উচিত উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের মাধ্যমে, কারণ এটি অন্যদের, বিশেষ করে যুবকদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের নেতিবাচক বা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার কারণে তাদের শুধুমাত্র ভাল লোকেদের সাথে যেতে উত্সাহিত করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিশেষে, তাদের দেখানো উচিত যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম যা তাদের প্রচুর বৈধ মজা করার অনুমতি দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4835 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তরুণদের প্রতি দয়াশীল হওয়া তাদের অন্যদের প্রতিও দয়াশীল হতে শেখাবে। যে অন্যদের প্রতি করুণা দেখায় সে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করবে। সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনদের সম্মান করার মধ্যে রয়েছে তাদের সঙ্গে ধৈর্যশীল হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তর্ক না করা। একজন মুসলিম বড়দের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে তবে সর্বদা ভাল আচরণ এবং সম্মান বজায় রাখতে হবে। তাদের অবশ্যই সর্বদা সমর্থন করা উচিত যার মধ্যে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বড়দের সম্মান দেখানোর অর্থ এই নয় যে তাদের আল্লাহকে অমান্য করার অনুমতি দেওয়া উচিত। একজনের উচিত মন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সদয়ভাবে আপত্তি করা এবং কারো বয়স তাকে তা করতে বাধা না দেওয়া। আলোচ্য প্রধান হাদীসের শেষ অংশে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহজ কথায়, একজন প্রবীণদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল তারা যখন বয়স্ক হয় তখন অন্যরা তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে। কঠোরতা প্রায়ই মানুষকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যখন সম্ভব, একজনকে ব্যক্তিগতভাবে অন্যদের পরামর্শ দেওয়া উচিত, কারণ প্রকাশ্যে তা করা লোকেদের বিব্রত করতে পারে। একজন বিব্রত ব্যক্তি ভালো পরামর্শে মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। একজন মুসলমানের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা মানুষকে প্রভাবিত করুক বা না করুক, কারণ এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। তারা তাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে। তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি এই দায়িত্ব থেকে কখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নির্ভরশীলদের পরিচালনা করা তাদের কর্তব্য। পরিশেষে, একজনের উচিত তাদের নিজের উপদেশ অনুযায়ী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা, অন্যথায় অন্যদের কাছে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে যাবে।

সামাজিকীকরণ - 33

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত হল যখন কেউ তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে, যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। এ দুটিই বড় পাপ এবং গীবতকে পবিত্র কুরআনে ভাইয়ের লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুনাহগুলি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারী বা নিন্দাকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দাকারীর নেক আমলগুলি তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপগুলি তাদের

গীবতকারী/নিন্দাকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গীবত করা তখনই বৈধ যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে সতর্ক করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে, পুরোপুরি জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের কেবল তখনই অন্যের সম্বন্ধে শব্দ উচ্চারণ করা উচিৎ যদি সে অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে ঐ বা অনুরূপ কথা বললে কিছু মনে না করে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা তাদের গীবত করা এবং অন্যের অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

একজনকে গীবতকারী এবং নিন্দাকারীদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা সমস্যা সৃষ্টিকারী, যারা শীঘ্রই বা পরে, তাদের গীবত করবে বা অপবাদ দেবে। তাদের উচিত অন্যদেরকে এই বড় পাপ থেকে সাবধান করা, যতক্ষণ না তারা শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। তাদের কখনই অন্যদের সম্পর্কে বলা গসিপ বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ বেশিরভাগ গসিপ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা বা এটি অনেক মিথ্যার সাথে মিশ্রিত। একজনের পরিবর্তে অন্যের সম্মান রক্ষা করা

উচিত , যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মান রক্ষা করুক। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। জামি আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে তারা যে গসিপ শোনে তা উপেক্ষা করা উচিত এবং তাদের প্রতি তাদের আচরণকে কখনই প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যের অধিকার পূরণ করা উচিত।

একজন মুসলমানকে কখনই বোকা বানাতে হবে না যে অন্যের গীবত করা এবং অপবাদ দেওয়া সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অন্যের পাপ মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কখনোই একজনের পাপের তীব্রতা কমাতে পারে না এবং অন্যের পাপ পাপ করার ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। এটা এমন এক মূর্খ মনোভাব যা একজন জাগতিক বিচারকও মেনে নেবেন না, তাহলে একজন মুসলমান কিভাবে মহান আল্লাহ বিচারকদের কাছে এটা মেনে নেবেন বলে আশা করা যায়?

সামাজিকীকরণ - 34

জামে আত তিরমিযী, 1855 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবে।

উল্লিখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্ম ও কথার মাধ্যমে সকলকে শান্তি প্রদানের মাধ্যমে এই সৎ কাজের প্রকৃত অর্থ পূরণ করা। কাউকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন জানানো এবং তারপর তার কাজ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তার ক্ষতি করা মুনাফিক।

একজন সত্যিকারের মুসলিম ও মুমিনকে অবশ্যই তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখতে হবে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যকে নিজের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থন প্রদান করা হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে আচরণ করতে চায়।

সামাজিকীকরণ - 35

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সৃষ্টির থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল, একজন মুসলমানকে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়সমূহ যেমন তাদের শারীরিক শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি মহান আল্লাহর উপর একজন ব্যক্তির আস্থা হ্রাস করে। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম তা দেবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ অন্যের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের যথেষ্ট হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র অলসতাকে উত্সাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা করে আচরণ করতে স্বাধীন এবং এখনও তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। , তারা তাকে খুশি করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে. এটাই সঠিক মনোভাব যা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বেনামী। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি বা খ্যাতি অর্জনের জন্য পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। এই মনোভাব অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন প্রদর্শন, যা একজনের সওয়াবকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করা এবং তারা যদি প্রাধান্য লাভ করে, তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখতে হবে, মানুষকে খুশি করার জন্য তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন না করে, কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

সামাজিকীকরণ - 36

জামে আত তিরমিযী, 2315 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোককে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে।

সত্যের উপর লেগে থাকা অবস্থায় রসিকতা করা পাপ নয় তবে ধারাবাহিকভাবে করা কঠিন। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঠাট্টা করে সে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যাবে এবং পাপপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অন্যকে উপহাস করা। অতএব, অতিরিক্ত ঠাট্টা করা এড়ানো নিরাপদ, যা জামি আত তিরমিযী, 1995 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত রসিকতা করে যদিও তারা সর্বদা সত্য কথা বলে এবং কাউকে অসন্তুষ্ট না করে, সে মুখোমুখি হবে। একটি আধ্যাত্মিক রোগ যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজাহ, 4193 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়। এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে যে অত্যধিক রসিকতা করে এবং হাসে, কারণ এই মানসিকতা দাবি করে যে তারা সর্বদা মজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং আলোচনা করে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলে। মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং যদি কেউ সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা এড়িয়ে চলে তবে সে কখনই সঠিকভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত হবে না। এই প্রস্তুতির অভাব তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি গুরুত্বের সাথে পরকালের বিষয়ে চিন্তা করবে তত কম তারা হাসবে এবং তামাশা করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেক সময় ঠাট্টা করার কারণেও অন্যরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। এটি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, যেমন তারা যখন ভাল আদেশ দেয় এবং

মন্দ নিষেধ করে তখন গুরুত্বের সাথে না নেওয়া, এমনকি তা তাদের নিজের সন্তানদের জন্যও হয়।

অত্যধিক রসিকতা প্রায়শই মানুষের মধ্যে শত্রুতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ কেউ সহজেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক প্রায়ই রসিকতার কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ তর্ক-বিতর্ক এবং মারামারি রসিকতা হিসাবে শুরু হয়।

উপরন্তু, ঠাট্টা করার সময় উচ্চস্বরে বা মুখের হাসি এড়ানো উচিত, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল একটি হাসি।

একজন মুসলিমকে যেকোন মূল্যে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত এমনকি তামাশা করার সময়ও, কারণ এর ফলে তারা জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর পেতে পারে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের মোটেই রসিকতা করা উচিত নয়। মিথ্যা বলার মতো পাপ এড়িয়ে চলার সময় সময়ে সময়ে রসিকতা করা গ্রহণযোগ্য, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত রসিকতা যা কোন পাপের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি অপছন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। নিজের ইচ্ছা

পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা পাপ। যদি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পাপ না করে কদাচিৎ কৌতুক করেন, তাহলে মুসলমানদেরও তা করা উচিত এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মানুষের সাথে প্রফুল্ল হওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাসি, এবং অতিরিক্ত রসিকতা। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 301 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রফুল্ল হওয়া মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এমনকি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , সংখ্যা 1970। তাই একজনের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অতিরিক্ত রসিকতা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হল যে মানুষ সবসময় দুঃখী এবং বিষণ্ণ মেজাজে থাকা উচিত।

সামাজিকীকরণ - 37

সহীহ বুখারী, 2673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরয নামাযের মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাহলেও এর ফলাফল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত ঘটে থাকে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, যেখানে মুসলিমরা সম্পদ এবং সম্পত্তির মতো তাদের নয় এমন কিছু নেওয়ার জন্য আইনি আদালতে মিথ্যা দাবি করে। সহীহ বুখারী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনেও তাই করেছেন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 30:

"...সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা পরিহার করুন এবং মিথ্যা বক্তব্য পরিহার করুন।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস একজন ব্যক্তিকে কঠোর সতর্কবাণী দেয় যে মিথ্যা সাক্ষী হতে আন্তরিকভাবে তওবা করে না। যদি তারা তওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারের দিন তারা নড়বে না যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন কিছু

নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিম, 353 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে পাপ করে। এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা সাক্ষীর নেক আমল ভিকটিমকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভিকটিমের পাপ মিথ্যা সাক্ষীকে দেওয়া হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তীরা এমন কিছু নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মিথ্যা সাক্ষী এমন কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে যা প্রাপ্তির উপায়ের কারণে অবৈধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপরে তা দান করে তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং একটি পাপ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে, কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র

বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্পদের সাথে যা কিছু করবে তা অনুগ্রহের অনুপস্থিত এবং একটি পাপ হবে কারণ এটি অবৈধভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল।

সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আইনি আদালতের মামলায় শপথের অধীনে হোক সবসময় সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা পাপের দিকে নিয়ে যায় যা ফলস্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিচার দিবসে এমন একজন ব্যক্তির সাথে কী ঘটতে পারে যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, আইনী আদালতের মামলার মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলিম ও বিশ্বাসীর চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের মাল থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে এবং তাদের সম্পদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের এবং তাদের সম্পদের সাথে ব্যবহার করুক।

সামাজিকীকরণ - 38

জামে আত তিরমিযী, 1977 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন যা একজন সত্যিকারের মুমিনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রথম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল অন্যের সম্মানকে অপমান করা। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী তাদের কথাবার্তা বা শারীরিক কাজের মাধ্যমে অন্যের সম্মানের ক্ষতি করে না। মহান আল্লাহ মুসলমানদের সম্মানকে পবিত্র করেছেন যেমন তাদের জান ও মাল পবিত্র। সুনানে ইবনে মাজা, 3933 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী অন্যের নিজের বা সম্পদের ক্ষতি করতে পারে না, সে অবশ্যই অন্যদের অসম্মান করবে না। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের সম্মান লঙ্ঘিত হলে তাদের সম্মান রক্ষা করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। একজনকে অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে এবং এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক এবং তাদের সাথে আচরণ করুক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। এটি একটি মন্দ অভ্যাস কারণ একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করছেন, যা কিছু বা কারো কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এটি ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, যখন তাকে

মক্কার অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তাকে অভিশাপদাতা হিসাবে মহান আল্লাহ প্রেরিত করেননি, বরং মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য অন্যদের কাছ থেকে দূরীভূত হওয়ার জন্য দো'আ করে, সম্ভবত তাদের কাছ থেকে তা সরিয়ে ফেলা হবে। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বা জিনিসকে অভিসম্পাত করেছে তা না বললে অভিশাপ তার কাছে ফিরে আসে। এটা প্রাপ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা না. অতএব, মুসলমানদের এই পাপকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা কোন জিনিসকে অভিশাপ দেয় না কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর লক্ষণ নয়। তারা বরং মহান আল্লাহর রহমত সকলের উপর অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। এটি তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাবে। একজনের সাথে অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে। কেউ যদি অন্যকে অভিশাপ দেয় তবে তারা অভিশপ্ত হবে কিন্তু যদি তারা অন্যের সাথে করুণার আচরণ করে তবে তাদের সাথে করুণার আচরণ করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল অনৈতিক পাপ করা। এর মধ্যে নিজের এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার সকল ছোট-বড় গুনাহ যেমন ফরজ সালাতকে অবহেলা করা এবং গীবত করার মতো ব্যক্তি ও অন্যদের মধ্যেকার পাপ অন্তর্ভুক্ত। এই পাপগুলি ভাল আচরণের স্বীকৃত মানগুলির বিরুদ্ধে। এবং এটি সেই সমস্ত পাপকেও নির্দেশ করতে পারে যা প্রকাশ্যে করা হয়। এগুলি গোপন পাপের চেয়েও খারাপ, কারণ তারা অন্যদের অনুসরণ করতে এবং খারাপ কাজ করতে উত্সাহিত করে। এই কারণেই জিহ্বার পাপ, যেমন গীবত, বেশিরভাগ সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য অভ্যাস হয়ে উঠেছে, যেমন এটি জনসমক্ষে সংঘটিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যে মন্দ কাজ করে সে তার নিজের পাপের বোঝা বহন করবে এবং সেই সাথে

অন্যদেরকে যে পাপের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 203 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি ভাল আচরণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে, যা জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ অনুমান করতে পারে অনৈতিকতার মন্দতা সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনৈতিকতার সাথে যুক্ত পাপগুলিকে সর্বদা সমস্ত সমাজ দ্বারা মন্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। একজনকে কেবল অনৈতিক পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে না বরং খারাপ সঙ্গ এবং যে জায়গাগুলিতে এই পাপগুলি বেশি সংঘটিত হয় সেগুলি থেকেও দূরে থাকতে হবে। তাদের এই বিষয়ে দৃঢ় থাকা উচিত এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করা উচিত, যেমন তাদের নির্ভরশীলদেরও তা করতে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একজন প্রকৃত মুমিন ফাউল নয়। অর্থ, তারা অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ করে কার্যত খারাপ আচরণ করে না এবং তারা ভাষায়ও নোংরা নয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই খারাপ বৈশিষ্ট্যটি এমন লোকেদের মধ্যে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে যারা এখনও নিজেদেরকে শুদ্ধ হৃদয়ের দাবি করে, বিশেষ করে তাদের ভাষায় অত্যন্ত নোংরা। এটি তাদের ঘোষণার বিরোধিতা করে কারণ ভিতরে যা আছে তা বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, অশ্লীল আচরণ বিশেষ করে, অশ্লীল ভাষা পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য এটি শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনকে মনে রাখতে হবে যে নোংরা কথা প্রায়ই খারাপ কাজের দিকে পরিচালিত করে, তাই একজনের জন্য তাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা চুপ থাকে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপকে হেফাজত করুন, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে।

সামাজিকীকরণ - 39

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের গ্রহণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ হল প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসকে সংযুক্ত করেছিলেন। এটি সহীহ মুসলিমের 174 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার গুরুতরতা নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়? দয়ার অর্থ হল আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো একজনের উপায় অনুসারে তাদের যা ভাল তা সাহায্য করা। তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি তাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। একজন বিশ্বাসীকে অবশ্যই এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা তাদের প্রতিবেশীদের জন্য বিঘ্ন এবং অস্বস্তির কারণ হতে পারে যেমন উচ্চ শব্দ।

তাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং তাদের প্রতিবেশীদের ক্ষমা করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সীমা অতিক্রম না করে, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। সহজ কথায়, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীর সাথে

এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। এটা শুধু কথার মাধ্যমে ঘোষণা না করে ব্যবহারিকভাবে দেখানোটা জরুরি। একজন মুসলমানকে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে, যেমন মানসিক এবং শারীরিক সাহায্য, ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সাহায্য করুক। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বর একটি হাদিসে পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি যেমন পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সফল হতে চায়, তেমনি একজনকে এটি অর্জনে অন্যদেরকেও ব্যবহারিকভাবে সাহায্য করতে হবে। একইভাবে একজন মুসলিম চায় যে তাদের নিজের এবং সম্পদ অন্যের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকুক, যা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের সাথে আচরণ করতে হবে। একইভাবে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন হিংসা, শত্রুতা এবং ঘৃণা দূর করে এবং একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে, যেমন ভদ্রতা, সহানুভূতি এবং সহনশীলতা।

সামাজিকীকরণ - 40

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা। একজন মুসলমানের মন্দ কথা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অনর্থক ও অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা কারণ এটি প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার প্রথম ধাপ এবং এতে একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যা তাদের জন্য বড় আফসোসের কারণ হবে। বিচার এর দিন। একজন মুসলিমের উচিত ভালো কথা বলার চেষ্টা করা অথবা চুপ থাকা। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে, এমনকি তাদের নীরবতাও একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিকারের এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি ইসলামিক জ্ঞানের মতো দরকারী জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার

জন্য তাদের সময়ও খালি করে দেবে, যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সামাজিকীকরণ অকারণে সময়ের অনন্য আশীর্বাদকে নষ্ট করে, যা কেটে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। যারা নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজে তাদের সময় নষ্ট করেছে তারা এই পৃথিবীতে চাপের মুখোমুখি হবে এবং বিচারের দিনে একটি বড় আফসোসের সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে তাদের পুরস্কারের সাক্ষী। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এটি একজনকে আত্ম-প্রতিফলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও বাধা দেয়। একজন ব্যক্তি জীবনে সঠিক পথে যাচ্ছে এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। আত্ম-প্রতিফলনের অভাব একটি লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে পরিচালিত করে যেখানে একজন ব্যক্তির তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনে কোন দৃঢ় নির্দেশনা থাকে না। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজনকে নির্ভরশীল হতে এবং মানুষের প্রতি আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করে এবং এটি সর্বদা মানসিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজনের সমগ্র জীবন, তাদের সুখ এবং দুঃখ, সবকিছুই মানুষ এবং তাদের সম্পর্কের চারপাশে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারে শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখন সামাজিকতার মাধ্যমে।

সামাজিকীকরণ - 41

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হল অতিরিক্ত শব্দ রোধ করা। মন্দ কথা সবসময় এড়িয়ে চলতে হবে। নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলিও এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা প্রায়শই খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে একজন ব্যক্তির বেশিরভাগ সমস্যা, অসুবিধা এবং তর্কের সম্মুখীন হয় অপ্রয়োজনীয় শব্দ এবং কথোপকথনের কারণে। তাই একজন মুসলিমের হয় ভালো কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত, যা সহীহ মুসলিম, ১৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

সামাজিকীকরণ - 42

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল পণ্ডিত এবং জ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা করা। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা তাদের সঙ্গীকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন করা কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ ধার্মিকদের সঙ্গী এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে তখন তারা কেবল ধার্মিক বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করবে না বরং এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করবে। এবং এর ফলে তারা পরকালে ধার্মিকদের সাথে পরিনত হবে। সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সৎভাবে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে সমস্যা, সমস্যা এবং তর্কের সম্মুখীন হয়েছে তার বেশিরভাগই সামাজিকীকরণের ফলাফল। সঠিক লোকেদের সাথে মেলামেশা করলে এই সমস্যাগুলো ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিকদের সাথে মেলামেশা করা একজনকে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে সাহায্য করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। একজন মুসলিমের উচিত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে থাকা উচিত অন্যথায় নির্জনতা খোঁজা, কারণ নিরাপত্তা এই দিন এবং যুগে বিশেষ করে এর মধ্যেই রয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল সর্বজনীন মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। অর্থ, এই মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে মহৎ চরিত্র প্রদর্শন করে, কারণ তারা বোঝে যে একজন প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন

সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তারা অন্যদের জন্য তাদের ভালবাসার প্রমাণ দেয় যে তারা নিজের জন্য যা চায় তা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কারণ এই বাস্তব বাস্তবায়ন একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে হাদিস পাওয়া গেছে। তারা শুধুমাত্র সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত মহান আল্লাহর প্রতি সৎ আচরণ করে না বরং সৃষ্টির প্রতি মহৎ চরিত্রও দেখায়, কারণ তারা সচেতন যে একজন প্রকৃত মুমিন ঈমানের উভয় অংশই পূরণ করে, যথা , মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। যে ব্যক্তি লোকেদের প্রতি উত্তম চরিত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা জড়িত যে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, সে দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে যাদের তারা অন্যায় করেছে এবং প্রয়োজনে তারা তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল দুষ্ট লোকের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। এর মানে হল যে তারা ভাল জিনিসগুলিতে অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এবং যারাই অংশ নিচ্ছে বা সংগঠিত করছে তা নির্বিশেষে খারাপ জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় যারা তারা কি করছে তা দেখার পরিবর্তে কে কিছু করছে তার উপর নির্ভর করে অন্যদের সাহায্য করা বা না করা বেছে নেয়। এটি এমনকি পণ্ডিতদের এবং ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করেছে, যারা প্রায়শই শুধুমাত্র তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করে। মুসলমানরা যদি সামাজিক শক্তি পুনরুদ্ধার করতে চায় এবং ধার্মিক পূর্বসূরিদের প্রভাবিত করতে চায় তবে এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে, কারণ তারা সর্বদা এই দায়িত্ব পালন করেছে, লোকেরা ভাল জিনিসের সংগঠিত বা নেতৃত্ব দিচ্ছে না কেন। পরিশেষে, হাদিসের এই অংশটি খারাপ সঙ্গী এবং গুনাহের সাথে বেশি সম্পৃক্ত স্থানগুলির বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। খারাপ সঙ্গী শুধুমাত্র একজনকে খারাপ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে এবং অন্ধ আনুগত্য বিকাশ করতে উত্সাহিত করে, যা প্রায়শই একজনকে মন্দ কার্যকলাপে সমর্থন এবং অংশ নিতে উত্সাহিত করে।

সামাজিকীকরণ - 43

সহীহ বুখারী, 6133 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশনে পড়ে না।

এর অর্থ হল একজন বিশ্বাসী কোনো কিছু বা কারো দ্বারা দুবার বোকা হয় না। এর মধ্যে গুনাহ করা অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন পাপ করার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু যখন তারা সেগুলি করে, তখন তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না এবং বরং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিখে এবং পরিবর্তন করে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে.

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না যার ফলে তাদের দ্বারা অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তারা কেউ দ্বারা প্রতারিত হয়, তবে তাদের উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত, কারণ এটি তাদের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের সতর্কতার সাথে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তারা আবার বোকা না হয় তা নিশ্চিত করে। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে কারো প্রতি অন্যায় করার পরে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যাতে তারা আরও ভাল পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আনুগত্য পূরণ করে। হুকুম, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

পরিশেষে, মূল হাদীসটি ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণা দূর করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যকে ক্ষমা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিন্তু ভুলে যাওয়া শুধুমাত্র মানুষের জন্য আবার অন্যায় করার দরজা খুলে দেয়। মানুষ তাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। পরিবর্তে, একজনের উচিত অন্যকে ক্ষমা করা, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের অধিকার পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া, কিন্তু মানুষের সাথে আচরণ করার সময় সাবধানে চলা উচিত, বিশেষ করে যারা অতীতে তাদের সাথে অন্যায় করেছে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

সামাজিকীকরণ - 44

জামে আত তিরমিযী, 1660 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন সবচেয়ে নেককার লোকের কথা উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হল সেই ব্যক্তি যে এর দ্বারা সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, লোকদের থেকে তাদের মন্দকে দূরে রাখে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে। একজন মুসলমান যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে তবে তাদের এইভাবে আচরণ করা অনুমোদিত নয়, কারণ তাদের অবহেলা করা একটি পাপ। সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, তাদের মন্দ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মানুষকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বরং তাদের উচিত তাদের নিজেদের মন্দ লোকদের থেকে দূরে রাখার জন্য। যেহেতু পূর্বের মনোভাব গর্বিত হতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা ধার্মিক এবং অন্যরা পাপী। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন পরমাণুর গর্ব কাউকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা অনেক ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারে কারণ এটি তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের পাপ করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এটি একজনকে অনেক তর্ক, অসুবিধা এবং সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধা দেয়, যা মূলত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণের কারণে ঘটে। এটি তাদের দায়িত্ব এবং দায়িত্বগুলিতে আরও মনোনিবেশ করার জন্য তাদের সময় মুক্ত করবে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর কাজ করার জন্য আরও সময় দেয়, যা উভয় জগতে সত্য এবং স্থায়ী সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে তবে এই দিন এবং যুগে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতা এড়ানো অনেক বেশি নিরাপদ।

সামাজিকীকরণ - 45

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলমানের উচিত ধৈর্য ধরে রাখা, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা কারণ এটি কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়। , তাদের পাপ ক্ষমা করা. অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

যাদের অন্যদেরকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং তারা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং তাদের প্রতিটি ছোট-বড় গুনাহ যাচাই করে দেখেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও, মনের শান্তি দূর হয় যখন কেউ তাদের বিরক্ত করে এমন প্রতিটি ছোট সমস্যা ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করতে শেখা একজনকে ছোটখাটো সমস্যাগুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

অবশেষে, মূল হাদিসের অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন লাইন অতিক্রম করে তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। উপরন্তু, এমনকি যখন একজন অন্যকে ক্ষমা করে, এর অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে সামাজিকতা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটি কেবল তাদের আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করা উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অবশ্যই অন্যের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের সাথে অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে।

সামাজিকীকরণ - 46

সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এটা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় যে পরিবার, বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায় থেকে, সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের, যেমন পিতামাতার সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তারা ভাবছে কেন তাদের সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল কারণ কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের সদস্য দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের কাছে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এতে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে এবং সময়ের সাথে সাথে তা গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। যারা এক সময় একজনের মতো ছিল তারা একে অপরের অপরিচিতের মতো হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব অল্প কিছু বাদে, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়, তখন তারা এটি দ্বারা প্রভাবিত হবে, যদিও তারা এটি ঘটতে চায় না। এই শত্রুতা এখনও

ঘটবে এমনকি যদি প্রাথমিক ব্যক্তি যে কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল সে আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে চায় না। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্কের ক্ষতি করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ুক বা ভেঙে যাক।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে এটি এমন আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা একে অপরের সাথে খুব কমই দেখা বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিসগুলি উল্লেখ করবে, যদিও তাদের আত্মীয় এমনকি তাদের মতো একই দেশে বাস নাও করতে পারে। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়কে অপছন্দ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদিও, তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছে না, তবুও এটি তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যদি কেউ সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয় তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ অসুস্থ অনুভূতি সেই ব্যক্তি যা করেছে বা তাদের সরাসরি বলেছে তার কারণে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের কারণে ঘটেছে, যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছে।

যে ক্ষেত্রে একজন আরেকজনকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, সেক্ষেত্রে অন্য একজনকে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম না করেই নেতিবাচক কথা উল্লেখ করা। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নাম না করে একটি নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের আত্মীয় বা অন্যদের সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা। অন্যথায়, তারা ভালভাবে খুঁজে পেতে পারে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব একে অপরের থেকে আলাদা এবং আবেগগতভাবে দূরে হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে, তাকে অবশ্যই বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা নেতিবাচক বিষয়গুলিতে ফোকাস করা এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে মনে রাখবেন যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। যে ব্যক্তির সম্পর্কে তারা নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি তাদের অবশ্যই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, মানুষের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এইভাবে আচরণ করা অন্যদের সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলে তাদের দ্বারা সৃষ্ট একজনের হৃদয়ে নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করবে।

সামাজিকীকরণ - 47

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদের বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

“সুতরাং আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই নবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারবে না এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

কঠোরতা শুধুমাত্র মানুষকে ইসলাম থেকে বিতাড়িত করে এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানকে এড়িয়ে চলতে হবে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা, কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন লাইন অতিক্রম করে তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু এটি মুসলমানদের শেখায় যে তারা অন্যদের সুবিধা নিতে না দিয়ে সাধারণভাবে তাদের পথ হিসাবে ভদ্রতা গ্রহণ করতে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, একজন অন্যের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যের প্রতি তাদের কথাবার্তা ও কাজে কঠোরতা দেখায়, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। পক্ষান্তরে, তারা যদি অন্যদের জন্য নম্র আচরণ করে, অন্যদের জন্য সহজ করে, অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করে এবং অন্যের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তবে মহান আল্লাহ তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন।

সামাজিকীকরণ - 48

জামে আত তিরমিযী, 1964 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমিন এবং একজন মন্দ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীকে নিষ্পাপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ তারা সবসময় অন্যদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করার পরিবর্তে অন্যের কথা এবং কাজকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করে। তারা অন্যদের সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত রায় দেয় না, জেনে রাখা ভাল মানুষ পরিবর্তন করতে পারে এবং তারা তাদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। জামে আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে অন্যের জন্য ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুমিনের চিহ্ন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সমর্থন করে যেমন, আর্থিক এবং মানসিক সমর্থন দ্বারা এটি প্রমাণ করে। . তারা একটি সরল এবং সোজা সামনের মানসিকতা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা অন্যদের সাথে একটি আগাম এবং স্পষ্টভাবে আচরণ করে। অর্থ, তারা ট্রিকির সাথে যুক্ত সমস্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলে , যেমন দ্বিমুখী হওয়া।

এই হাদিসটি একজন বিশ্বাসীকে মহৎ বলে বর্ণনা করে কারণ তারা প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই উত্তম চরিত্রের সাথে কাজ করে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক নিয়ত এবং কার্যত তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে। তার উপর। এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে

ব্যবহার করতে পারে। তারা ঈমানের অন্য দিকটিও পূরণ করে যা হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে তাদের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা, যার মধ্যে তাদের নির্ভরশীলদের মতো অন্যদের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের আভিজাত্য তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ প্রকৃত আভিজাত্য আচার-আচরণের সাথে জড়িত, পার্থিব সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার সাথে নয়।

অন্যদিকে একজন দুষ্ট ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যের বিপরীত আচরণ করে। বিশেষ করে, তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছে যে অধিকারের কাছে ঋণী তার ব্যাপারে তারা প্রতারক এবং বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদের অধিকার পূর্ণ দাবি করে কিন্তু অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়। তারা বেআইনি উপায় সহ প্রয়োজনীয় যেকোন উপায়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করে এবং এই প্রক্রিয়াতে তারা কে ভুল করে তা নিয়ে চিন্তা করে না। তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে নিজের এবং অন্যদের ক্ষতি করে। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে আভিজাত্য সামাজিক মর্যাদা এবং সম্পদের সাথে নিহিত থাকে এবং ফলস্বরূপ, তারা যে কোনও মূল্যে এই জিনিসগুলি অর্জনের চেষ্টা করে, এমনকি তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হয়। তারা যা কিছু অর্জন করে তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা কখনই মানুষের সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে পারে না। তাদের প্রতি দেখানো শ্রদ্ধা বা ভালবাসার যে কোনো বাহ্যিক রূপ জাল এবং বদ্ধ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত, এমন কিছু যা তারা ভালভাবে জানে, যদিও তারা স্বীকার করতে ভয় পায়।

উপসংহারে, মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের ঘোষণার উপর নির্ভর করবে না বরং ইসলামে আলোচিত মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করার চেষ্টা করবে, কারণ বিশ্বাসের প্রতি তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহারিক ধার্মিক কর্ম এবং আচরণের প্রয়োজন যাতে তারা সফল হয়। উভয় জগতে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

সুনানে ইবনে মাজাহ, 3775 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুজন ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে যদি তৃতীয় কেউ উপস্থিত থাকে তবে তারা একান্তে কথা না বলুন, কারণ এটি তাদের অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

ইসলাম যেহেতু একতাকে উৎসাহিত করে, এমনকি ছোট ছোট কাজ যা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসে এমন একটি ভাষায় কথা বলাও রয়েছে যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল সর্বদা অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং এটি এমন একটি কারণ যা মুসলমানদেরকে তাদের চেনা বা অচেনা লোকদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে একান্তে কথা বলা এই দায়িত্বের পরিপন্থী কারণ এটি অন্যদের অস্বস্তিকর বোধ করতে পারে। শুধুমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দুজন লোকের গোপনে কথা বলা উচিত অন্যথায়, তাদের অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ না হয় তৃতীয় ব্যক্তি চলে যায় বা অন্য কেউ দলে যোগ দেয় যাতে তৃতীয় ব্যক্তিটি বাদ না বোধ করে।

একজন মুসলমানের উচিত এই শিক্ষাটি বাস্তবায়ন করা, অন্যদেরকে তাদের জীবনের সমস্ত দিক ও পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। এর একটি দিক হল মানুষের সাথে এমনভাবে আচরণ করা যা একজন অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চান। তাদের উচিত প্রকাশ্যে অন্যদের বিব্রত করা এড়িয়ে যাওয়া এবং তাই গোপনে এবং নম্রভাবে ভালোর আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। তাদের স্বাগত জানানো উচিত যাতে অন্যরা তাদের চারপাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মহান

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য অন্যের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সচেষ্ট হওয়া উচিত, কারণ অপূর্ণ চাহিদা মানুষকে অস্বস্তি বোধ করে।

সামাজিকীকরণ - 50

জামে আত তিরমিযী, 2018 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিনি যে ধরণের লোকদের অপছন্দ করেন তার উল্লেখ করেছেন এবং সেইজন্য বিচারের দিন তাঁর থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবেন।

প্রথম প্রকার হল যারা অতিরিক্ত কথা বলে। এটি অপছন্দের কারণ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে তার নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলার সম্ভাবনা অনেক বেশি, যা পাপ নাও হতে পারে তবে প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, অনর্থক কথাবার্তা শুধুমাত্র সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে বক্তার জন্য বড় আফসোস হবে। আর যে অতিরিক্ত কথা বলে তার দৈহিক পাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে, জামে আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। , অন্যদের সাথে বিতর্ক এবং সমস্যা। এই সমস্ত জিনিসগুলি প্রায়শই অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন অন্য লোকেদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যিনি অত্যধিক কথা বলেন তিনি প্রায়শই জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে চিন্তা করতে ব্যর্থ হন এবং ফলস্বরূপ তারা তাড়াহুড়ো এবং ভুল বিচার করে। এটি কেবল তাদের জন্য উভয় জগতেই চাপের দিকে নিয়ে যাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী প্রকারের ব্যক্তি হল উচ্চস্বরে যারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অহংকার ও প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত এবং কৃত্রিমভাবে কথা বলে। এই ব্যক্তি অন্যদের দেখাতে চায় যে তারা কতটা জ্ঞান রাখে যার ফলে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তি প্রায়শই মহান আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এর ফলে তারা তাদের সৎ কর্মের জন্য পুরস্কার হারাবে। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে

তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার পেতে। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত ব্যক্তি হলেন অহংকারী ব্যক্তি। এটি একটি মন্দ এবং মূর্খ মানসিকতা কারণ একটি পরমাণুর মূল্যের অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যখন স্রষ্টা ও প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন, তখন তার কাছে থাকা কিছু নিয়ে কীভাবে গর্ব করা যায়? এটা তার মতই মূর্খ যে অন্যের সম্পত্তি ও দখল নিয়ে গর্ব করে। অহংকার শুধুমাত্র একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি অন্যের কাছ থেকে আসে এবং একজনকে অন্যের দিকে তাকানোর কারণ করে। সত্যকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, তা কার কাছ থেকে আসুক না কেন, কারণ সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। তাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা মহান আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। অন্যের দিকে তাকানো মূর্খতা কারণ এই পৃথিবীতে বা পরলোকগত কোন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য এবং মর্যাদা মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে সে মহান আল্লাহর কাছে তুচ্ছ হতে পারে এবং তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই মারা যেতে পারে, কারণ তাদের বিশ্বাসের সাথে কেউ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। এটা মনে রাখা অহংকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত.

সামাজিকীকরণ - 51

সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমে পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়, যা প্রায়শই ঘটে যখন কেউ অন্যের প্রশংসা করে। এমনকি যদি এটা সত্যও হয়, মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা করা, বিশেষ করে অজ্ঞদের, তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য, কারণ এটির একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলিমকে অন্যের প্রশংসা করে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ তারা তাদের কাজ এবং ভিতরের লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। সত্য হল, অন্যের সমস্ত গোপন দোষ ও পাপ যদি অন্যরা জানত, তবে কেউ অন্যের প্রশংসা করত না। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই হাদিস সম্পর্কে

অন্যদের উপদেশ দেওয়া উচিত এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা উচিত।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা করা গ্রহণযোগ্য। একজনকে অবশ্যই অতিরিক্ত প্রশংসা করা এড়াতে হবে, সর্বদা সত্যকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করার জন্য এটি করা উচিত। এটি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন, তাদের স্কুলের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা, ভালো আচরণ করা এবং যখন তারা ইসলামের দায়িত্ব পালন করে।

সামাজিকীকরণ - 52

জামে আত তিরমিযী, 1959 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেকেরই লোকেদের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার বদ অভ্যাস রয়েছে। এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে খারাপ বৈশিষ্ট্য যা একজন সত্যিকারের মুসলমানের মনোভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে এটি গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করে, যখন এটি স্পষ্টতই নয়। একজন মুসলমানের সবসময় কথোপকথনে বলা কথাগুলো গোপন রাখা উচিত যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয় যে তারা যার সাথে কথোপকথন করেছে সে তথ্যটি তৃতীয় পক্ষের কাছে উল্লেখ করার বিষয়ে কিছু মনে করবে না। যদি তারা তা করতে পারে, তাহলে এটি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এটি তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসাই নং 4204-এ পাওয়া একটি হাদিসে অন্যের প্রতি আন্তরিক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তার কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করায় কিছু মনে করবে না, তবুও, এটি নিরাপদ এবং উচ্চতর। এখনও তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন ভাগ করা থেকে বিরত থাকতে।

মূল হাদীসের উপর আমল করা জরুরী কারণ এটি গীবত ও পরচর্চার মতো পাপ থেকে বিরত রাখে এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতির বিকাশ রোধ করে। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথনগুলি প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। এই সব শুধুমাত্র ভাঙা এবং

ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ তাদের জীবনের প্রতি সৎভাবে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে বেশিরভাগ লোকের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের সম্পর্কে তাদের যা বলা হয়েছিল তার কারণে তারা সরাসরি তাদের কাছ থেকে যা দেখেছিল তা নয়। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৬০৬৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৮:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ আপনাকে আমানত প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের কাছে তারা প্রাপ্য..."

একজনের অন্যের কথার সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের কথোপকথনের সাথে আচরণ করুক।

সুনানে আবু দাউদ, 5130 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে কোন কিছুর প্রতি ভালবাসা কাউকে বধির ও অন্ধ করে দিতে পারে।

এর মানে হল যে, কোন কিছুকে অতিরিক্ত ভালবাসা কাউকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে তার ত্রুটি এবং এর নেতিবাচক প্রভাব তার প্রেমিকের উপর, যেমন মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা এবং যখন কেউ তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় তখন তা অর্জন করা হয়। তার উপর। এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের জিনিসের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত নয় বরং এর অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি তাদের ভালবাসা কখনই অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। এটি তখনই হয় যখন একজনের ভালবাসা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। এই বেঞ্চমার্ক। যদি কোনো কিছুর প্রতি কারো ভালোবাসা বা কেউ তাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয় এবং পরিবর্তে তাকে নিরর্থক বা পাপ উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে, তবে এটি তাদের জন্য খারাপ, যদিও তারা তা করেও। অবিলম্বে এটা বুঝতে না. কিন্তু কারো ভালোবাসার ফলে যদি কোনো কিছুর প্রতিফলন না ঘটে তাহলে দেখায় তাদের ভালোবাসা অস্বাস্থ্যকর নয়।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ভালবাসাকে অন্য সব কিছুর উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ এটি তাদের সমস্ত পার্থিব জিনিস এবং সম্পর্ককে তাদের জীবনে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করতে

এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করবে। কিছু বা অন্য কারো প্রতি অত্যধিক ভালবাসা।

অতিরিক্ত ভালবাসা একজনকে তাদের প্রিয়জনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অবলম্বন করে। এটি একজনকে তাদের প্রিয়তমকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করতে উত্সাহিত করে, এমনকি তারা ভুল হলেও। এই আনুগত্য এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি যে আনুগত্য থাকা আবশ্যক তাকে অতিক্রম করতে পারে। এই অন্ধ আনুগত্য একজনকে তাদের প্রিয়জনকে খুশি করার জন্য মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে উত্সাহিত করতে পারে, যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি এতটাই অন্ধ এবং বধির হয়ে যেতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার প্রিয়জনের জন্য ভালবাসতে, ঘৃণা করতে, দিতে এবং বন্ধ করতে শুরু করে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর প্রতি অকৃত্রিমতা বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু একজন শয়তানের কাছে সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

"[ইবলিস] বললো, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [অর্থাৎ মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতা] আকর্ষণীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। ব্যতীত, তাদের মধ্যে আপনার আন্তরিক বান্দারা।"

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যাই ভালোবাসুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা এটি থেকে বিদায় নেবে বা এর প্রতি তাদের অনুভূতি পরিবর্তিত হবে, কারণ ভালবাসা একটি চঞ্চল জিনিস। একমাত্র ব্যতিক্রম হল মহান আল্লাহর প্রকৃত ভালবাসা, যা কেবল সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হবে এবং মৃত্যুর পরে আরও শক্তিশালী হবে।

সামাজিকীকরণ - 54

সুনানে আবু দাউদ 4918 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মুমিনরা একে অপরের আয়নার মতো।

এর অর্থ এই যে, একজন ব্যক্তি যেভাবে নিজের বাহ্যিক ত্রুটি দূর করার জন্য আয়না ব্যবহার করে, তাদের উচিত অন্যদেরকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা তাদের চরিত্রের বাইরের এবং ভিতরের ত্রুটিগুলি দূর করতে পারে। একজন মুসলমান যেভাবে আয়নায় দেখে তার শরীরে বাহ্যিক ত্রুটি রেখে যাওয়া অপছন্দ করে, একইভাবে তাদের উচিত হবে অন্য মুসলমানের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা না দিয়ে আন্তরিকভাবে পরামর্শের মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করা। যারা তাদের সঙ্গীর ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করে তারা প্রকৃত বন্ধু নয়, একজন প্রকৃত বন্ধু হিসাবে সর্বদা তাদের সঙ্গীর জীবনকে ইহকাল এবং পরকালের জন্য আরও ভাল করতে চায়। এটা একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। যে কোনো ব্যক্তি যে তাদের সঙ্গীকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি আনতে চায় না বা চেষ্টা করে না, সে ভালো বন্ধু নয় এবং তারা এই হাদীসে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, সমাজ অনেক মুসলমানকে বুঝিয়েছে যে একজন ভালো বন্ধু তাদের বন্ধুকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করে, এমনকি যদি তারা ভুলও হয় এবং শুধুমাত্র এমন কথাই বলে যা তাদের খুশি করে। যদিও অন্যদেরকে ভালো বোধ করানো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা এড়ানো যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত, একজন ভাল বন্ধু সর্বদা তাদের বন্ধুর কাছে সত্য তুলে ধরেন, এমনকি যদি এটি তাদের বিরক্ত করে, কারণ তারা তাদের বন্ধু কামনা করে না। পার্থিব বা ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বিপথগামী হওয়া।

এটা জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিক উপদেশ অবশ্যই সদয় এবং নম্রভাবে দেওয়া উচিত কারণ লোকেরা প্রায়শই অন্যদের কঠোরভাবে উপদেশ দিয়ে উন্নতি থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। উপরন্তু, এটি অন্য ব্যক্তির বিব্রত এড়াতে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কারণ একজন অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ খুব কমই একটি ভাল ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।

এই হাদিসটি উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনের বন্ধুরা তাদের বন্ধুর অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে। এটি সুনান আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালিত করুন এবং তাদের বন্ধুদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করুন। এটি একমাত্র বন্ধুত্ব যা উভয় জগতের একজনকে সত্যিকার অর্থে উপকৃত করবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

আয়না যেমন একজন ব্যক্তির চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি মুসলমানরা একে অপরের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইতিবাচক উপায়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ এটি একজন মুসলমানের কর্তব্য। যখন কেউ খারাপ আচরণ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুলভাবে উপস্থাপন করে তখন এটি কেবল অমুসলিমদের এমনকি

অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। এই অপপ্রচার এমন একটি বিষয় যার জবাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে।

অবশেষে, মূল হাদিসটি অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আন্তরিকভাবে আচরণ করার গুরুত্বও নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের অন্যের কষ্টকে তাদের নিজের কষ্ট হিসাবে দেখা উচিত, তাদের অন্যের চাপকে তাদের নিজের চাপ হিসাবে দেখা উচিত এবং তাই অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সাহায্য। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 55

জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

একজন মুসলমান যেমন তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে অন্যের সম্মান রক্ষা করতে চায়, তেমনি তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতেও অন্যের সম্মান রক্ষা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, নিজের জন্য যা চায় তা অন্যের জন্য ভালবাসাই একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য, জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা যখন অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, যেমন গীবত বা অপবাদ, নির্বিশেষে তারা যা বলছে তা সত্য বা না। এটি অন্যের দোষ গোপন করার একটি দিক এবং মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, উভয় জগতে তাদের দোষ গোপন করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন আচরণ করা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ, যা একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। জামি আত তিরমিযী, 2688 নম্বরে পাওয়া গেছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম অন্যদের সমর্থন করে উপকৃত হয়, তাই এমনকি তারা যদি অন্যের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে তবে তাদের অন্তত নিজের স্বার্থে এই পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত। এই বাস্তবতা সমস্ত ভাল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন দাতব্য। একটি ভাল কাজ করার সময় তারা যে পুরষ্কার লাভ করে তার মাধ্যমেই কেবল নিজেরাই উপকৃত হয়। মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করার জন্য কারো

প্রয়োজন নেই এবং অভাবীকে একভাবে বা অন্যভাবে সরবরাহ করা হবে। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার মাধ্যমে পুরস্কার লাভের সুযোগ দেন।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় যখন তারা এটি করার সুযোগ এবং শক্তি থাকে, ক্ষতির ভয় ব্যতীত, তার ভয় করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের সম্মান রক্ষা করবেন না এমন সময় এবং স্থানে যেখানে এটি হবে। অন্যদের দ্বারা লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে, কেয়ামতের দিন।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদীসটি যেমন অন্যের সম্মান রক্ষার পরামর্শ দেয়, তেমনি এটি পরোক্ষভাবে অন্যের সম্মান লঙ্ঘন না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। বিশেষ করে, এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে। .

সামাজিকীকরণ - 56

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1601 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয় তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সকলের জন্য নিশ্চিত, এটি একটি দুর্দান্ত পুরস্কার পাওয়ার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তার মতো একজনের উপায় অনুযায়ী অসুবিধার সম্মুখীন পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অগ্নিপরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরে থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যেগুলি ধৈর্যশীল হওয়ার গুরুত্ব এবং মহান পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। তাদের মনে করিয়ে দিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলা উচিত যে জিনিসগুলি শুধুমাত্র একটি সঙ্গত কারণে ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা তাদের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তির এই সৎ কাজটি করার জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু সমর্থনের কথাই যথেষ্ট যাতে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে সেখানে থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদান করার জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোন কথা না বলা হয়।

এই মনোভাব সহজেই গৃহীত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

পরিশেষে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমানরা এই সৎ কাজটি করার সময় তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করে অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটি করুন এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখানোর জন্য এটি করবেন না বা ভয়ের কারণে করবেন না। অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। যারা অন্যের জন্য কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা তাদের কাজ থেকে তাদের পুরষ্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 57

সহীহ বুখারী, 6032 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিচারের দিন তারাই নিকৃষ্ট লোক যারা তাদের খারাপ আচরণের কারণে এড়িয়ে যায়।

এই ব্যক্তি বিশেষ করে মানুষের প্রতি খারাপ চরিত্রের অধিকারী। তারা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে অন্যদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যেমন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করে, যেমন শারীরিক সহিংসতা এবং ভয় দেখানো। হাশরের দিনের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস, জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ খারাপ চরিত্র হবে তা বিচার করতে পারে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মন্দ আচরণ একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে।

একজন মুসলমানের উচিত ঈমানের উভয় দিক পরিপূর্ণ করার গুরুত্ব বোঝা। প্রথমটি হল মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সৎ চরিত্র প্রদর্শন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমানের আরেকটি দিক হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য ব্যবহারিকভাবে ভালোবাসার মাধ্যমে অন্যদের ভালো চরিত্র প্রদর্শন করা। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজন সত্যিকারের মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এতে নিঃসন্দেহে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন কেউ চায় যে লোকেরা তাদের সাথে দয়া ও সম্মানের সাথে আচরণ করুক।

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে সর্বদা অন্যদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যায় করা এড়িয়ে চলতে হবে। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে একজন নিপীড়ক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতককে তাদের শিকারের পাপ প্রদান করা হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এটি স্পষ্ট করে যে মন্দ আচরণ এই পৃথিবীতে একাকীত্বের দিকে নিয়ে যায়, কারণ কোনও ভদ্র ব্যক্তি এই ধরনের মন্দ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না এবং এটি উভয় জগতে সমস্যা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়।

সামাজিকীকরণ - 58

সুনানে আবু দাউদ, 4992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে অন্যের কাছে যা কিছু শোনে তার কথা বলাই তাদের পাপ করার জন্য যথেষ্ট।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, একজনকে প্রথমে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা শুধুমাত্র বৈধ বক্তৃতা শুনেছে, কারণ পাপপূর্ণ বক্তৃতা জড়িত এমন কথোপকথনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা তাদের উভয় জগতে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। একজন মুসলমানের উচিত অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা যুক্ত কথোপকথন এড়ানোর চেষ্টা করা, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, যা বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষত যখন তারা তাদের প্রদত্ত পুরষ্কারগুলি পালন করে। যারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে ।

দ্বিতীয়ত, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা যা শুনেছে তা অন্যদের সাথে সম্পর্কিত না করে, কারণ এটি সহজেই গীবত এবং অপবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা বড় পাপ। এটি প্রায়শই ফাটল এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে, কারণ মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয় যখন তারা এমন কিছু শুনতে পায় যা তাদের উদ্দেশ্যে ছিল না। একজন মুসলমানের কেবলমাত্র তারা যা শুনেছে তা বর্ণনা করা উচিত যদি তারা পাপ এড়াতে পারে এবং যদি তথ্য অন্যদের জন্য উপকারী হয়। উপরন্তু, তারা যে তথ্য দেয় তা অবশ্যই যাচাই করা এবং খাঁটি হতে হবে, কারণ যাচাই করা হয়নি এমন জিনিসগুলিকে পৌঁছে দেওয়া পবিত্র কুরআনের আদেশের

পরিপন্থী। যে মুসলমান মানুষের উপকার করতে চায় সে এইভাবে কাজ করে তাদের ক্ষতি করতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান কর, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে, কারণ নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ বক্তৃতা শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ এবং সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনর্থক বা পাপপূর্ণ কথা শোনা থেকে বিরত থাকার জন্য একজনকে অবশ্যই ভাল সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। এটি তাদের তৃতীয় পক্ষের কাছে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ বক্তৃতা দিতে বাধা দেবে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমান যেমন তাদের আলোচনার বেশিরভাগ বিষয় অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া পছন্দ করে না, তেমনি অন্যরা যা বলে তার সাথেও তাদের আচরণ করা উচিত নয়।

সামাজিকীকরণ - 59

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের পরিচিতদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা প্রচার করে। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিমের 194 নম্বর হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অন্য মুসলমানদেরকে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন না জানিয়ে শুধুমাত্র তাদের সাথে করমর্দনের খারাপ অভ্যাস পরিহার করতে হবে। শান্তির মৌখিক অভিবাদন শুধুমাত্র করমর্দনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিমের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরস্কার পাবে, এমনকি অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রেখে অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তৃতা ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শন করে শান্তির ইসলামী অভিবাদন সঠিকভাবে

পূরণ করা। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বর হাদিস অনুযায়ী একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিনের সংজ্ঞা। কেউ কাউকে শান্তির শুভেচ্ছা জানানো এবং তারপর তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা মুনাফিক। আসলে এই মনোভাব অন্যদের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে।

সামাজিকীকরণ - 60

সহিহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদের শেখায় যে সফলতা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে একজন নিপীড়ক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতককে তাদের শিকারের পাপ প্রদান করা হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা অত্যাবশ্যক।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জনের চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বর, সতর্ক করে দেয় যে যে

ব্যক্তি এটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি তারা অর্জিত জিনিসটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া। একজনের অন্যের সম্পত্তির সাথে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে তারা চায় মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পদের সাথে আচরণ করুক।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্মান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলিমের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা, তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজনের কেবল অন্যদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলা উচিত যেভাবে অন্যরা তাদের সম্পর্কে কথা বলতে চায়। তাই ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে, তাদের উচিত অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

সামাজিকীকরণ - 61

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি হিংসুক আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিগুলিকে অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ

অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যার প্রতি ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তারা যাকে ঈর্ষা করে তার অধিকার পূরণ করে চলা উচিত। তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদেরকে কোন বিশেষ পার্থিব আশীর্বাদ প্রদান করা না হয়ে থাকে তবে এর অর্থ না হওয়াই তাদের জন্য উত্তম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্মান ও সদয় আচরণ করে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করার জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসতে থাকা উচিত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই পাপ অপছন্দ করতে হবে কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হতে পারে। ইসলামের সীমারেখার মধ্যে তাদের পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ দেখাতে হবে। তাদের উচিত অন্যদের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মৃদু উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর হওয়া প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে

তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করে। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এবং অন্যদেরকে অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়ানো যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয়, কারণ দয়ার এই কাজটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে

সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্যান্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং তাদের উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা বিচারের দিন অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। একজনকে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদ 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে

লাঞ্ছিত করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং গর্ব একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হল, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন ইসলামী পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যটি বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তাই, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে

যাতে তারা মহান আল্লাহর সাথে যেভাবে যোগাযোগ করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপ অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানের এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে

নির্যাতকের নেক আমল নির্যাতিতকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ নির্যাতককে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে ব্যবহার করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

সামাজিকীকরণ - 62

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, ভালোর ভিত্তি হল নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিহ্বাকে সংযত রাখা, হেফাজত করা এবং ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখাই সকল কল্যাণের উৎস। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে তাদের বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটি এই ঘোষণা দিয়ে শেষ করে যে, ভাষণই মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ। এটি অন্যান্য অনেক হাদিস দ্বারা সমর্থিত, যেমন জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি খারাপ শব্দ লাগে। এর কারণ হল অধিকাংশ বড় গুনাহের মধ্যে বক্তব্যের একটি উপাদান থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের কাজের চেয়ে কথার মাধ্যমে পাপ করা অনেক সহজ। যখন একজন মুসলিম তাদের কথাবার্তা সংশোধন করে তখন তাদের সকল কাজ সঠিক হয়ে যায় কিন্তু তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা তাদের খারাপ কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70-71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়বিচারের কথা বল, তিনি [অতঃপর] তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অযথা কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি সময়ের অপচয় এবং বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে। এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি যে সমস্ত তর্ক, সমস্যা এবং অসুবিধার

সম্মুখীন হয় তার অধিকাংশের মূল কারণও নিরর্থক কথাবার্তা। নিরর্থক বক্তৃতা প্রায়শই খারাপ কথাবার্তার আগে প্রথম ধাপ, যেমন মিথ্যা, গীবত এবং অপবাদ। একজনকে অবশ্যই সমস্ত ধরণের খারাপ কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। উপসংহারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে প্রদত্ত সুদূরপ্রসারী উপদেশের উপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ, তাদের হয় ভাল কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত।

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা সকল মুসলমান আশা করে। তারা সকলেই আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্তত পক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব

একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

সামাজিকীকরণ - 64

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একগুঁয়েতার খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং এটির অধিকারী এবং তাদের আশেপাশের লোকদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে চিন্তা করছিলাম। যদিও এই বৈশিষ্ট্যটি অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে শুধুমাত্র একটি প্রধান আলোচনা করা হবে. কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

সামাজিকীকরণ - 65

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে কিছু লোক যখন তাদের সমালোচনা করা হয় তখন কীভাবে অতিরিক্ত দু: খিত হয়। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

সামাজিকীকরণ - 66

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি নির্দিষ্ট মানসিকতা সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম যা কিছু মুসলমান গ্রহণ করেছে। এটা হল যখন একজন ব্যক্তি তাদের সমস্যার কথা অনেক লোককে বলে। এই মনোভাবের সমস্যা হল যে যখন কেউ অনেক লোককে বলে তখন তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং পরামর্শ চাওয়া তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে যা তাদের অধৈর্যতার স্পষ্ট লক্ষণ। উপরন্তু, এই মনোভাব শুধুমাত্র একজনকে বিভ্রান্তিতে ফেলবে কারণ তারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তা বৈচিত্র্যময় হবে যার কারণে তারা সঠিক পথ সম্পর্কে আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ, কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করলেই তার নিশ্চিততা বৃদ্ধি পাবে। অনেক লোকের কাছে বারবার একজনের সমস্যা পুনরাবৃত্তি করাও তাদের সমস্যার উপর খুব বেশি ফোকাস করার কারণ হয় যা এটিকে সত্যিকারের চেয়ে বড় এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, এমনকি এটি তাদের অন্যান্য দায়িত্ব অবহেলা করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা কেবলমাত্র এই সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। আরো অধৈর্যতা।

তাই মুসলমানদের তাদের অসুবিধার বিষয়ে শুধুমাত্র কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। যেমন একজন ব্যক্তি তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকামী হবে একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের সমস্যাগুলি তাদের সাথে শেয়ার করা যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে যুক্ত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সমস্যা তাদের সাথে শেয়ার করা যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

সামাজিকীকরণ - 67

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই তাদের পরামর্শের উপর কাজ করা হয় না তখনই একজনকে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। পরামর্শ চাওয়া ব্যক্তি যখন একটি বেআইনি সিদ্ধান্ত বেছে নেয় যা তাদের দেওয়া পরামর্শের বিপরীতে পরামর্শদাতার উচিত তাদের পছন্দের প্রতি অপছন্দ দেখানো কারণ এটি বিশ্বাসের একটি শাখা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছুকে অপছন্দ করা, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুযায়ী ঈমানকে পূর্ণ করার একটি দিক। কিন্তু তারপরও তাদের অপছন্দ দেখানোর সময় ইসলামের সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

যদি পছন্দ দুটি বৈধ বিকল্পের মধ্যে হয় এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা হয় তাহলে পরামর্শ চাওয়া ব্যক্তির প্রতি তাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয় কারণ তারা একটি বৈধ পছন্দ বেছে নিয়েছে। তাদের পরিবর্তে তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত এবং তাদের প্রতি কোন খারাপ অনুভূতি পোষণ করা উচিত নয় বা বাহ্যিকভাবে বিরক্তির কোন লক্ষণ দেখাবেন না, যেমন তাদের বলা যে তারা তাদের বলেছে তাই যদি তাদের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে কার্যকর না হয়। লোকেরা ফেরেশতা নয় তারা ভুল করবে তাই তারা পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেও অন্যদের প্রতি সদয় হওয়া ভাল। একজনের উচিত অন্যকে উত্তম ও আন্তরিক উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছ থেকে তাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পুরস্কারের আশা করা উচিত।

উপরন্তু, যারা পরামর্শ চাচ্ছেন তাদের পরামর্শ চাওয়া উচিত নয় যদি তারা ইতিমধ্যেই তাদের মন তৈরি করে ফেলেছে কারণ এটি শুধুমাত্র একটি সম্ভাব্য তর্কের দরজা খুলে দেয় যদি তারা শুধুমাত্র এটিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য কারো পরামর্শ চায় কারণ এটি তাদের পূর্ব-নির্ধারিত পছন্দের বিরোধিতা করে।

সামাজিকীকরণ - 68

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন কিছু লোকের আচরণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম যারা সর্বদা অন্যদের থেকে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার এবং আরও অনেক কিছু আদায় করার চেষ্টা করে। এই দিন ও যুগে অজ্ঞতার কারণে পিতামাতার মতো মানুষের অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলমানের কাছে কোনো অজুহাত নেই কিন্তু সেগুলো পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়া জরুরি। সহীহ বুখারি, 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন যারা অন্যদের প্রতি করুণাময়।

এই করুণার একটি দিক হল একজন মুসলমান অন্যের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলমান অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের শাস্তি হতে পারে। অন্যদের প্রতি করুণাময় হওয়ার জন্য তাদের তাই কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তারা নিজেরা কষ্ট না করে তা করার উপায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার

দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন।

সামাজিকীকরণ - 69

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি সকল মুসলমানের জন্য ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

" তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ..."

যদিও, এটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তবুও তারা এমন লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের দেওয়া উপদেশ শুনবে না বা কাজ করবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে এই দিন এবং বয়সে এটি বেশ স্পষ্ট। এই ধরনের ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে না দেওয়াই ভাল কিন্তু নিজের কৌশল পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করা। কথার মাধ্যমে অন্যকে উপদেশ দেওয়া ভালোর আদেশ এবং মন্দ থেকে নিষেধ করার একটি উপায় কিন্তু একটি উত্তম উপায় হল নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যকে উপদেশ দেওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক যেমন তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দিতেন। উদাহরণ কৌশল দ্বারা এই নেতৃস্থানীয় গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি ইতিবাচক উপায়ে অন্যদের প্রভাবিত করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যারা এখনও ভালোর আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার এই কৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তাদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। একজনের একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দেখানো চালিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু সম্ভবত মৌখিকভাবে তাদের উপদেশ দেওয়া থেকে এক ধাপ পিছিয়ে নেওয়া উচিত কারণ যারা মনোযোগ দেয় না তাদের ক্রমাগত উপদেশ দেওয়া উভয় পক্ষকে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হতে

পারে। এটি একজন মুসলমানের যে মনোভাবের অধিকারী হওয়া উচিত তা বিরোধিতা করে যখন তারা অন্যকে ভালোর দিকে পরামর্শ দেয়। এটি একটি দুঃখজনক সত্য যে একজনকে মৌখিকভাবে নিজেকে এমন লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় যারা তাদের কী বলতে হবে তা চিন্তা করে না। কিন্তু তাদের উচিত তাদের কর্মের মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দেওয়া। এইভাবে একজন ব্যক্তি কেবল তাদের নিজস্ব চরিত্রকে পরিমার্জিত করেই সাহায্য করে না, বরং ভালোর আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্বও পালন করে। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 17:

"...সৎকাজের নির্দেশ দাও, অন্যায়কে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। প্রকৃতপক্ষে, [সমস্তই] বিষয়গুলির [প্রয়োজনীয়] সমাধান।"

সামাজিকীকরণ - 70

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ধার্মিক পূর্বসূরিদের বিদায়ের পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা এই যুক্তিকে কোনো না কোনোভাবে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কর্ম করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলমান একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন সঠিক কাজটি হল আবু বক্কর সিদ্দিক (রা.) কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর বিন খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি যদি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করেন তবে সমাজ তাকে ভুলে যাওয়ার চিন্তা করতেন না। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান কেবলমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন

তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিকীকরণ - 71

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা একজন ব্যক্তিকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে বাধা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক এখনও পরীক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে, তাদের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করে না। যদিও, অনেক সম্ভাব্য কারণ আছে শুধুমাত্র একটি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে.

কিছু ক্ষেত্রে, লোকেরা ভালভাবে পরিবর্তিত হয় না কারণ তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের এটি করতে উত্সাহিত করে না। আসলে, অনেকেরই এই অভ্যাস আছে শুধুমাত্র অন্যের পিঠে থাপ্পড় দেওয়া এবং তারা যা শুনতে চায় তা বলে। তারা একরকম বিশ্বাস করে যে এটি একটি ভাল সঙ্গী এবং বন্ধুর চরিত্র। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে এইভাবে অভিনয় করা অন্যদের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার লক্ষণ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ এই আচরণ শুধুমাত্র একজনকে উন্নতি না করে তাদের মনোভাব চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। অন্যদের মানসিক সান্ত্বনা প্রদানে কোন ভুল নেই তবে একজন ভাল বন্ধু সর্বদা দয়া করে তাদের বন্ধু বা আত্মীয়রা তাদের চরিত্রের উন্নতি করতে পারে এমন উপায়গুলি নির্দেশ করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গীর দুনিয়া ও পরকালের জীবনের মান ও অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। শুধুমাত্র অন্যদের পিঠে থাপ্পড় দিলে তাদের কেবল সাময়িক আরাম পাওয়া যাবে কিন্তু কোনোভাবেই পরিস্থিতি বা তাদের চরিত্রের উন্নতি হবে না। অন্যকে অসম্মান না করে সঠিক মনোভাব অর্জন করা সম্ভব। এটি অন্যদের প্রতি একজন ব্যক্তির বিশেষত, তাদের আত্মীয়দের কর্তব্য। বাস্তবে, যদি একজন ব্যক্তির বন্ধু বা আত্মীয় তাদের ভাল পরামর্শ অপছন্দ করে তবে তারা তাদের সাথে তাদের সম্পর্ককে মূল্য দেয় না। একজন ব্যক্তির কখনই কিছু হতে দেওয়া উচিত নয়, যেমন একজন ব্যক্তির বয়স, তাকে সত্য বলতে বাধা দেয় এবং ভালোর জন্য তাদের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য দয়া করে পরামর্শ দেয়। এমনকি যদি এটি নিজের

পিতামাতার হয় তবে তাদের এখনও এই দায়িত্ব পালন করা উচিত কারণ এই আচরণটি তাদের সাথে সদয় আচরণ করার সারাংশ। কেবলমাত্র তারা একজনের পিতামাতা হওয়ার কারণে কেবল চুপচাপ থাকা একজন ব্যক্তির মনোভাব হওয়া উচিত নয় যদি না তারা জানে যে তাদের পরামর্শ দেওয়া প্রত্যেকের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে।

কান্নার জন্য কাঁধ তখনই কার্যকর যখন এটি একজন ব্যক্তিকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করে। এমনকি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির মনোভাব সঠিক না হয় তবে পরিস্থিতি থেকে তারা সবসময় শিক্ষা নিতে পারে, যা অন্যদের দ্বারা তাদের কাছে নির্দেশ করা উচিত।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই অন্যদের ভাল কাজ করার এবং মন্দ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র অন্যের পিঠে চাপ দিয়ে মানসিক সমর্থন প্রদান করতে হবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সামাজিকীকরণ - 72

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা সম্পর্কে লোকেরা সাধারণত অভিযোগ করে, বিশেষ করে বাবা-মা। একজন ব্যক্তির যৌবনকালে দায়িত্বের অভাব এবং একটি সাধারণ দৈনিক সময়সূচী ভাগ করে নেওয়ার কারণে, যেমন একই স্কুলে পড়া, লোকেরা অন্যদের সাথে দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধন তৈরি করে, যেমন ভাইবোন বা বন্ধু। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের দায়িত্ব বৃদ্ধি ও তারতম্যের সাথে সাথে তাদের দৈনন্দিন সময়সূচীর পরিবর্তনের কারণে মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি তাদের মধ্যে বন্ধনকে দুর্বল করে দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা একে অপরের থেকে বেশ দূরে হয়ে যায়।

এটি প্রায়শই যেসব বাড়িতে অনেক ভাইবোন বা বন্ধুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জীবনের নিজস্ব পথ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা অন্যদের থেকে আলাদা। এটা তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। কোটি কোটি মানুষ এখনো, কোন দুটি পথ এক নয়। মানুষ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ এই পথের পার্থক্য। বেস্ট ফ্রেন্ড শুধু নামেই বন্ধু হয়ে যায়। ঘনিষ্ঠ ভাইবোন একে অপরের থেকে আবেগগতভাবে দূরে হয়ে যায়। এটি নিয়তির একটি অংশ এবং সত্যিই অনিবার্য। এই বিষয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছু লোক এর কারণে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারে। তারা তাদের জীবনের পরিবর্তনগুলি অপছন্দ করে যা অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু তাদের জীবনে এই পরিবর্তনগুলি এমন কিছু যা আল্লাহ, মহান, পছন্দ করেছেন তাই তাদের অপছন্দ করা মহান আল্লাহর পছন্দকে অপছন্দ করা। একজন মুসলমানের উচিত বিষয়গুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা। অর্থ, তাদের আশা করা উচিত যে একদিন পরকালে তারা যে দৃঢ় সহভাগিতা ভাগ করে নিয়েছিল তা আবার জাল হবে কিন্তু অনেক উচ্চতর এবং অলঙঘনীয় স্তরে। এই আশা একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর প্রতি আরও বেশি আনুগত্য করতে

অনুপ্রাণিত করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে যে এই পরিণতি কেবল তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরই দেওয়া হবে। উপরন্তু, এটি একজন মুসলমানকে তাদের সঙ্গীর জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে। সুনানে আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একটি সৎ কাজ। তারা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসের উপর আমল করার জন্যও পুরস্কৃত হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে ভালোবাসে। অন্যদের জন্য যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। সুতরাং এই মানসিকতা অবলম্বন করা একজন মুসলমানকে অকৃতজ্ঞতা এড়াতে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করতে এবং আরও বেশি পুরষ্কার অর্জন করতে সাহায্য করবে এই আশায় যে তারা আবার তাদের সঙ্গীর সাথে ভাগ করে নেওয়া একটি শক্তিশালী বন্ধনে আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 47:

"এবং তাদের বুকের মধ্যে যা কিছু অসন্তোষ আছে আমরা তা দূর করে দেব, [তাই তারা হবে] ভাই ভাই, সিংহাসনে একে অপরের মুখোমুখি।"

সামাজিকীকরণ - 73

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি অদ্‌ভুত মনোভাব নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা অনেক লোক গ্রহণ করেছে। যখন তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সত্য স্বীকার না করে এমন একটি উত্তর দেয় যার সত্যের খুব কম বা কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেতে পারে যা অন্যরা কাজ করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ, মহান বা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জিনিস আরোপ করেছে। এসব লোকের কারণে ইসলামের সাথে অদ্‌ভুত আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি জড়িয়ে গেছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত সত্য থেকে এক বিরাট বিচ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের অনেক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ইসলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছে এই অজ্ঞ মানসিকতার কারণে।

এই লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা কেবল স্বীকার করে যে তারা কিছু জানে না তবে তারা অন্যদের কাছে বোকা বলে মনে হবে। এই মানসিকতা নিজেই অত্যন্ত মূর্খ কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে অন্যরা বিপথগামী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা কেবল সেই ব্যক্তিকে গণ্য করতেন যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং যে তাদের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকেই বোকা হিসাবে গণ্য করতেন।

এই মনোভাব প্রায়শই প্রবীণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদেরকে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং সত্য জানে এমন একজনের

কাছে নির্দেশ না দিয়ে দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রবীণরা যখন এইভাবে কাজ করে তখন তারা তাদের নির্ভরশীলদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে এবং যদি তারা কিছু জানেন না তবে তাদের তা স্বীকার করা উচিত কারণ এটি তাদের পদমর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করবে না। যদি কিছু হয় আল্লাহ, মহান, এবং মানুষ তাদের সততা প্রশংসা করবে.

সামাজিকীকরণ - 74

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অন্যদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদেরকে ভালোর দিকে উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা মুসলমানদের কর্তব্য কিন্তু একজন মুসলমানের এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন তারা অন্যদের ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই মনোভাব শুধুমাত্র রাগ এবং তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন অন্যরা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করে না। অন্যদের উপদেশ দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করা মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম কিন্তু তাদের পরামর্শের অর্থের অর্থের উপর চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, ব্যক্তিটি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে কি না। মহান আল্লাহ যদি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপদেশ দেন, তাহলে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ফলাফলের ওপর জোর না দেওয়ার জন্য একজন মুসলমান কীভাবে দাবি করতে পারে বা আচরণ করতে পারে? তারা অন্যদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে. অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, [হে মুহাম্মদ]; আপনি শুধুমাত্র একটি অনুস্মারক. আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

যে মুসলিম একজন নিয়ন্ত্রক হিসাবে আচরণ করে তারা কেবল তখনই তিক্ত হবে না যখন লোকেরা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে এটি তাদের অন্যদের উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিতে পারে যা তাদের সামর্থ্য অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য।

উপরন্তু, এই মনোভাব মুসলমানদের নিজেদের এবং তাদের নিজেদের কর্তব্যকে অবহেলা করার কারণ হবে কারণ তারা অন্যের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের সম্পর্কে খুব বেশি ব্যস্ত। অতএব, মুসলমানদের উচিত ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধে অটল থাকা কিন্তু তাদের উপদেশের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকা।

সামাজিকীকরণ - 75

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য সঠিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ইসলামের একটি দিক। তাদের নিজস্ব চরিত্রের উপর ভিত্তি না করে পরামর্শ চাওয়া একজন। এটি প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, যিনি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা আলাদা এবং একজন ব্যক্তি যা সহনীয় মনে করেন তা অন্যজন নাও হতে পারে তাই প্রশ্নকর্তার চরিত্রের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেওয়া ভাল। এই মনোভাব একজনের পক্ষপাতদুষ্ট মতামত দেওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেবে যা তাদের নিজস্ব চরিত্র এবং জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত।

উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইনানুগ বিষয়ে লোকেদের সরাসরি পরামর্শ না দেওয়াই ভালো যে কি করতে হবে তার পরিবর্তে তাদের পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং প্রতিটি সম্ভাব্য পছন্দের সুবিধা-অসুবিধার একটি তালিকা একত্রিত করার জন্য সাহায্য করা উচিত এবং তারপর এই তালিকার উপর ভিত্তি করে একটি অবগত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। . এটি সম্ভবত একটি ভাল এবং সন্তোষজনক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে এবং এটি ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তিকে তাদের উপদেষ্টাকে দোষারোপ করতে বাধা দেয় কারণ তারা একটি নির্দিষ্ট বিকল্প বেছে নেওয়ার কথা বলে সরাসরি তাদের পরামর্শ দেয়নি।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তির কখনই স্বীকার করতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয় যে তারা একটি বিষয়ে অনিশ্চিত এবং প্রয়োজনে অন্যদেরকে আরও যোগ্য কারও কাছ্ থেকে পরামর্শ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

সামাজিকীকরণ - 76

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

সামাজিকীকরণ - 77

মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে, যারা ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার জন্য বিতর্কিত বলে বিবেচিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের মনোযোগ। যারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন চায় তারা সবসময় অন্যদের প্রতি সম্মান ও ভালো চরিত্র প্রদর্শন করবে বিশেষ করে যাদেরকে তারা তাদের কথার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করছে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করার জন্য কখনই অশ্লীল ভাষা বা কর্মের ফল দেয় না। তারা পরিবর্তে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা বা মিথ্যা তথ্য না দিয়ে তারা যে বিষয়ে বিতর্ক করছেন তা অধ্যয়ন এবং বোঝেন। তাদের সমালোচনা সর্বদা গঠনমূলক এবং সমাজের উন্নতির জন্য তাদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক অভিপ্রায় তাদের আচরণ ও কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এরা এমন লোক যাদের প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ দেওয়া উচিত, তারা যদি সঠিক হয় তবে এটি সবার জন্য সমাজের উন্নতি করবে। কিন্তু যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হয়, তবে তারা সত্যকে গ্রহণ করবে যখন এটি অন্যদের দ্বারা তাদের কাছে স্পষ্ট হবে। কিন্তু যারা এই সঠিক মনোভাবের বিপরীত আচরণ করে, তারা মিডিয়ায় বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কেন, তাদের কেবল উপেক্ষা করা উচিত, কারণ তারা মানুষের জীবনের উন্নতি করতে চায় না। তারা মনোযোগের জন্য ক্ষুধার্ত এবং অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটি শিশুর মতো কাজ করে। মুসলমানদের ভিডিও বা অন্যান্য বিষয়বস্তু প্রচার করা উচিত নয় যা এই ধরনের লোকেদের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে, কারণ তারা সরাসরি তাদের হাতে খেলছে এবং তাদের মনোযোগ দিচ্ছে যা তারা খুব খারাপভাবে চায়। এই লোকদের সাথে বিতর্ক করা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য এবং আচরণের কারণে সম্পূর্ণ সময়ের অপচয়। মুসলমানদের উচিত তাদের প্রচেষ্টাকে অন্য দরকারী জায়গায় রাখা যা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে।

সামাজিকীকরণ - 78

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে অনেক দেশের প্রতিক্রিয়া এবং এর বিস্তার কমাতে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিবেদন করেছে।

অধ্যায় 4 আন নিসা, 59 নং আয়াতে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী..."

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয় এমন সব বিষয়ে সরকারের আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য জরুরী। . মুসলমানদের উচিত তাদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করা এবং তাদেরকে উপেক্ষা করে সমাজ ও ইসলামের জন্য আরও সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, দ্বীন অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়া , যার মধ্যে কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল মুসলমানদের অবশ্যই তাদের এমন বিষয়ে সমর্থন করতে হবে যা উপকারী এবং সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, যেমন সামাজিক বিধিনিষেধ যা সরকার দ্বারা আরোপ করা হয়েছে।

পরিশেষে এ হাদীসে সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিক হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের জন্য প্রযোজ্য বা কেউ যদি তাদের ব্যক্তিগতভাবে জানে বা না জানে। যদিও, একজন মুসলিম বা তাদের প্রিয়জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর ক্ষতির ঝুঁকিতে নাও থাকতে পারে তবে সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মারাত্মক ক্ষতি এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে। এই লোকেদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার জন্য, একজন মুসলমানকে অবশ্যই সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে, কারণ এই বিধিনিষেধের লক্ষ্য তাদের রক্ষা করা এবং ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা।

একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন করা যেটা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়, যেমন সমাজের উপকারী বিষয়। পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

সামাজিকীকরণ - 79

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি মারা গেছেন এবং যারা তাদের প্রশংসা করেছেন তাদের ভাল জিনিস সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে তা নিজেদের উপকার করে। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়। যে লোকেদের প্রতি সদয় সে প্রায়ই তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করে। সহজ কথায়, একজন অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল লোকেরা কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করে।

উপরন্তু, লোকেরা মারা যাওয়ার পরে তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"...বলেছে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা পছন্দ না করে, তাহলে অত্যাচারীর নেক কাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যের প্রতি সদয় হয়ে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, যেমনটি বাস্তবে উভয় জগতেই তাদের নিজেদের কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

সামাজিকীকরণ - 80

আমি একটি সংবাদ নিবন্ধ পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি রিপোর্ট করেছে যে কীভাবে একজন তর্ক এড়াতে পারে এবং পরিবর্তে একটি পরিপক্ক উপায়ে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য অন্যদের সাথে তর্ক বা তর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকে যা বিশ্বাস করেন তার বিপরীতে, জয়যুক্ত যুক্তি কোনোভাবেই কারও পদমর্যাদা বাড়ায় না। উভয় জগতে একজন ব্যক্তির পদমর্যাদা শুধুমাত্র তখনই বৃদ্ধি পায় যখন একজন ব্যক্তি তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা তাদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তা গ্রহণ করে। একজন মুসলিমের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো, কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। তর্ক করা এড়িয়ে চলা জরুরী যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি বাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি তর্ক করা ছেড়ে দেয়, এমনকি যখন তারা সঠিক হয়। জামি আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই সঠিক মানসিকতা যা 16 আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের দায়িত্ব হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা , কারণ জোর করা যুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

উপসংহারে বলা যায়, সত্য উপস্থাপন করা এবং তর্ক না করে তা গ্রহণ করা অন্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করবে এবং একজনের চাপ কমবে।

সামাজিকীকরণ - 81

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যিনি তার পরিবারের সদস্য হওয়ার সাথে সাথে আসা ভূমিকা থেকে এক ধাপ পিছিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল যেন তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হবেন এবং এই ভূমিকাটি সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন নাকি এটি এবং তার পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবেন।

দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই সাধারণ। তারা প্রায়ই তাদের আত্মীয়দের চরম আল্টিমেটাম দেয় মানে, তারা হয় তাদের সাথে থাকে বা তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ তারা তাদের প্রতিক্রিয়াকে ভিত্তি করে ইসলামের শিক্ষার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ছেলে এমন কাউকে বিয়ে করতে চায় যা তার জন্য ইসলামে বৈধ কিন্তু বাবা-মা তার পছন্দ অপছন্দ করেন, তারা তাকে একটি আল্টিমেটাম দেয়; সে হয় তাকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয় অথবা যদি সে করে তবে তারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এই আচরণ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা কীভাবে বুঝতে পারে না যে তারাই ফলাফলের জন্য অন্য কারও চেয়ে বেশি শোক করবে। আর আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হওয়ার দাবী করলেও তা নিঃসন্দেহে মহাপাপ। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সহীহ বুখারি, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ এমন আচরণকারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, যা তাদের ভুল সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে বাধা দেয়। এটি সহীহ বুখারী, 5987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র তাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা যদি এটি অবৈধ হয়। যদি এটি বৈধ হয় কিন্তু তারা তাদের পছন্দের সাথে একমত না হয় তবে তাদের উচিত তাদের মতামত প্রকাশ করা তবে ব্যক্তি যদি তাদের পছন্দ অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তাদের এটি মেনে নেওয়া উচিত এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করা উচিত। তাদের সমর্থন করা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাদের অপমান করা উচিত নয় যদি তাদের পছন্দটি খারাপ হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ নিখুঁত নয়। এটি আত্মীয় বা বন্ধুদের সম্পর্ক বজায় রাখা এবং একে অপরকে সম্মান করা নিশ্চিত করবে। এটি একটি কর্তব্য যা সকল মুসলমানকে পালন করতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 82

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কীভাবে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কিছু তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল যা তারা বিশ্বাস করেছিল যে সত্যিকারের ভালবাসা।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। যেভাবে একজন মানুষ সুখী হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, যেমন একটি কাজের মতো, তারাও তাদের প্রিয়জনকে উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি পেতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতের ক্ষেত্রে, তবে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর

আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য , যেমন বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সামাজিকীকরণ - 83

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয় সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। পৃথিবীতে এমন অগণিত উদাহরণ রয়েছে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি তার বন্ধুকে জীবনে ভুল পথে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যা তাদের গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, যেমন জেল। একজনকে শুধুমাত্র খারাপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা তাদের বন্ধুদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সুনান আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিমকে তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার অধিকারী বলে মনে হয়, বিশেষ করে যাদের ইসলামিক জ্ঞান নেই তাদের ব্যাপারেও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ যার ইসলামিক জ্ঞান নেই সে কখনও কখনও তাদের প্রিয়জনকে ভুল উপদেশ দেয়, বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের ভালবাসা পূরণ করেছে এবং দেখিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন স্ত্রী তার ক্লান্ত স্বামীকে মসজিদে জামাতে নামায না দিয়ে বাড়িতে তার ফরয নামায পড়ার পরামর্শ দিতে পারেন। যদিও কিছু পণ্ডিতদের মতে এখনও বাড়িতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ, এই উপদেশ কেবলমাত্র একজনকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। এটি কেবল তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে। এই স্ত্রী বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি প্রেমময়ভাবে আচরণ করেছেন, যদিও তিনি তা করেননি। এ কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর কারণ হল কিছু জিনিস বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও তাদের মধ্যে অনেক বরকত নিহিত রয়েছে। এবং অনেক কিছু সহজ এবং এমনকি হালাল মনে হতে পারে কিন্তু তারা শুধুমাত্র একটি মহান আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। অতএব, একজন মুসলমানকে সতর্ক হওয়া উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা উচিত, তাঁর

আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , এবং প্রিয়জনের পরামর্শ দ্বারা প্রতারিত হবেন না। তাদের অনুমান করা উচিত নয় যে পরামর্শটি তাদের উপকার করবে কারণ এটি একটি প্রিয় সঙ্গীর কাছ থেকে আসে। তাদের অবশ্যই এই উপদেশকে ইসলামের শিক্ষার সাথে তুলনা করতে হবে এবং ইসলাম এটি অনুমোদন করলেই তা মেনে চলবে। যদি এটি অনুমোদন না করে, তবে তাদের অবশ্যই এর উপর কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সঙ্গীকে সঠিক পদক্ষেপের পরামর্শ দিতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 84

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যিনি একটি নির্দিষ্ট বৈধ পেশা অনুসরণ করতে চান এবং তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্যদের কাছ থেকে বিশেষ করে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে তিনি যে অসুবিধা পেয়েছিলেন।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণত যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যা অন্যদের পথ থেকে ভিন্ন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সমালোচনা একজন ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষার উপর আরো বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের পরিবার নিজেরাই অনুসরণ করে না, তখন তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হবে। তারা বোকা এবং চরম বলে আখ্যা দেবে যারা তারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পথে তাদের সমর্থন করবে। মুসলমানদের জন্য তাদের বেছে নেওয়া বৈধ পথের উপর অবিচল থাকা এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বাস রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলো এই অসুবিধাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য।

এটি মানুষের কাছ থেকে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া, যেহেতু একজন ব্যক্তি যখন অন্যদের থেকে জীবনের একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় তখন তাদের মনে হয় যে তার পথটি খারাপ বা মন্দ এবং এই কারণেই ব্যক্তিটি একটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। যদিও ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য ভাল, তবুও তারা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। একই কারণে সমস্ত নবী (সাঃ) তাদের লোকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল , কারণ তারা বেছে নিয়েছিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভাল পথের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

উপসংহারে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের জীবনে চলার পথ বৈধ, ততক্ষণ তাদের অবিচল থাকা উচিত এবং অন্যের সমালোচনায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের অবস্থা ও চরিত্রের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের বৈধ পছন্দ অনুসরণ করতে তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

সামাজিকীকরণ - 85

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি দল হিসাবে কাজ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ইতিবাচক উপায়ে যোগাযোগের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম সব মানুষের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের দাবি করে না। যেহেতু মানুষ ভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাই সবার সাথে মিলেমিশে থাকা সম্ভব নয়। মানসিকতার পার্থক্যের কারণে, লোকেরা সবসময় অন্যদের সাথে একমত হবে না যারা একটি ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী। একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন একজন দ্বিমুখী ব্যক্তি যিনি কার সাথে আছেন তার উপর নির্ভর করে তাদের আচরণ এবং মনোভাব পরিবর্তন করেন। কিন্তু এমনকি এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ দ্বারা উন্মোচিত হবে। একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে মিলিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা তাদের অপছন্দ করে। এর অর্থ শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে ভিন্নতা রয়েছে। ঠিক যেমন একটি স্কুলের শিশু যে তাদের ক্লাসের প্রতিটি শিশুর সাথে বন্ধুত্ব করে না। এর মানে এই নয় যে তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব করে না তাদের অপছন্দ করে।

অতএব, একজন মুসলমানের দুঃখী হওয়া উচিত নয় যদি তারা সকলের সাথে, এমনকি তাদের নিজের আত্মীয়দের সাথে না যায়। কিন্তু অন্য সকলের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, যদিও তারা তাদের সাথে না মিলিত হয়, কারণ এটি একজন মুসলমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম এটিই নির্দেশ করে এবং যদি কেউ সবার সাথে এইভাবে কাজ করে, তবে তারা তাদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয় জগতের মানুষের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া শান্তিপূর্ণ এবং উপকারী পাবে।

সামাজিকীকরণ - 86

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বড় সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করেছে যা সমাজের মুখোমুখি হচ্ছে, সমাজের মধ্যে ভুয়া খবর ছড়ানো। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যদিও, এই শ্লোকটি একজন দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয়, তবুও এটি এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে, একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই বিষয়ে গাফিলতি করে এবং তাদের যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্য

ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেসব ক্ষেত্রে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি কীভাবে মুসলমানদের প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা কেবল সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রদায়গুলি এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলিমকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে অসমাপ্ত তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলিম কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয়নি, তারা চলে যাবে, জেনে রাখবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

সামাজিকীকরণ - 87

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন মায়ের সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যিনি আলোচনা করেছিলেন যে বিয়ের পর তার প্রতি তার ছেলের আচরণ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি তার মাকে অবহেলা করতেন এবং তার স্ত্রীর সাথে দূরে চলে যাওয়ার পর খুব কমই তার সাথে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু এই মা যা ঘটেছে তা নিয়ে বাঁচতে শিখেছেন এবং দাবি করেছেন যে মানুষ আসে এবং যায়।

এ থেকে শেখার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল যে, যখন একজন মুসলিমকে সন্তান বা ভাই-বোনের মতো কোনো সম্পর্কের আশীর্বাদ করা হয়, তখন তাদের উচিত সেই সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। প্রতিটি ক্ষেত্রে, তাদের উচিত শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই সব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করুন, কারণ তিনিই তাদের জীবনে মানুষের অধিকার পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তবে তারা কখনই মানুষের কাছে কিছু আশা করবে না বা চাইবে না। লোকেরা যখন তাদের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানোর মতো কিছু করে তখন তারা অতিরিক্ত আনন্দ করবে না এবং তারা তাদের অবহেলা করলে তারা দুঃখ পাবে না। যেহেতু তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যক্তির অধিকার পূরণ করেছে, তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদান চায়, মানুষের নয়। এটি একজন ব্যক্তিকে দু: খিত বা হতাশাগ্রস্ত হতে বাধা দেবে যদি তাদের আত্মীয় বা বন্ধু বছরের পর বছর সাহায্য করার পরে তাদের অবহেলা করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পর্ক তৈরি করে। তারা তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ফিরে পাওয়ার জন্য বিয়ে করে এবং সন্তান ধারণ করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে, যদি তারা এই মনোভাব গ্রহণ করে তবে তারা হতাশ হবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পর্ক স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই শুধুমাত্র তাঁর কাছে উপকার ও প্রতিদান কামনা করা। যারা এই পদ্ধতিতে কাজ করে তারা প্রমাণ করে যে তারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাকে ইহকাল বা পরকালে হতাশ করা হবে না। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

যে ব্যক্তি ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে এবং মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্পর্ক তৈরি করে সে মানুষের উপর আস্থা রেখেছে। এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে এবং লোকেদের উপর আস্থা রাখে সে শীঘ্রই বা পরে হতাশ হবে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 73:

" দুর্বল (প্রকৃতপক্ষে) অন্বেষণকারী এবং অন্বেষণকারী!"

এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের জন্য যা করেছে তার জন্য অন্যের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানোর একটি অংশ, জামি আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। তবে এর অর্থ হল যদি কেউ একজন মুসলিমকে তাদের কৃতকর্মের

জন্য প্রশংসা করে না, তাদের এতে বিরক্ত করা উচিত নয়, কারণ তাদের উচিত আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত ও পুরস্কারের আশা করা, মানুষ নয়।

সামাজিকীকরণ - ৪৪

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সংস্কৃতি এবং সমাজের মধ্যে সময়ের সাথে সাথে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করেছে। যদি কেউ ধার্মিক পূর্বসূরিদের জীবন অধ্যয়ন করে তবে তারা তাদের এবং আজকের মুসলমানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করবে। একটি বড় পার্থক্য হ'ল লোকেরা তাদের প্রতি সাড়া দেওয়ার উপায় যারা ভাল আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে, যা তাদের জ্ঞান অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এই আচরণগত পরিবর্তন বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনেক তর্ক এবং শত্রুতা প্রতিরোধ করতে পারে। অতীতে মুসলিমরা তাদের ভালবাসত যারা তাদের ভাল কাজ করার পরামর্শ দিত এবং খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করত। প্রকৃতপক্ষে, তারা কাউকে আন্তরিক বন্ধু মনে করে না যতক্ষণ না তারা তাদের সাথে এইভাবে আচরণ করে। তারা আসলে তাদেরকেও ভালোবাসত যারা তাদেরকে এমন বিষয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিত যেগুলো ইসলামে পাপ হিসেবে বিবেচিত হয় না কিন্তু শুধুমাত্র অপছন্দনীয় বিষয় ছিল। এটি একটি বড় পরিবর্তন যা ঘটেছে। অনেক মুসলিম আজকাল এই পদ্ধতিতে গঠনমূলক সমালোচনা করা অপছন্দ করে। যেসব ক্ষেত্রে বেআইনি ঘটনা ঘটছে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে নম্রভাবে এবং সদয়ভাবে সতর্ক করা একজন মুসলমানের কর্তব্য, যদিও অন্যরা তাদের আচরণ অপছন্দ করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যেখানে অন্যরা পাপ করছে না বরং কেবল অপছন্দনীয় কাজ করছে, সেখানে একজন মুসলিমের পক্ষে তাদের নিয়ে তাদের সমালোচনা না করাই উত্তম, কারণ এটি কেবল শত্রুতা, তর্ক-বিতর্কের দিকে নিয়ে যাবে এবং এমনকি এটি একজনকে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তারা প্রাপ্ত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণে অন্যদের উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিন। ব্যতিক্রম হল যখন একজনকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সে এমনভাবে উপদেশ দেওয়া পছন্দ করে। অতএব, একজন মুসলিম যে তাদের দায়িত্ব পালন করতে চায় এবং অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে চায়, তার উচিত সৎকাজের আদেশ

দেওয়া এবং হারামের বিরুদ্ধে সতর্ক করা তবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না এমন জিনিসগুলিকে বাদ দেওয়া।

সামাজিকীকরণ - 89

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি বিভিন্ন সমাজে পাওয়া নাইট-লাইফ সংস্কৃতির প্রতিবেদন করেছে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সন্ধ্যায় ফরজ সালাতের আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং তা আদায় করার পর কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন।

যদিও, সন্ধ্যার শেষের দিকে ফরজ সালাতের আগে ঘুমানো নিষেধ নয়, তবে এটি আগে পড়া অনেক উত্তম এবং নিরাপদ, কারণ এটি ঘুমানোর আগে ঘুমানোর সময় পার করে। উপরন্তু, এমনকি যদি কেউ জেগে উঠতে পারে, তবে ঘুমের কারণে সৃষ্ট অলসতা তাদের এতে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে বাধা দিতে পারে, যার ফলে তাদের পুরষ্কার হ্রাস পায়। পরিশেষে, এটি হওয়ার সাথে সাথেই এটি এবং বাকি সমস্ত ফরজ নামাজ আদায় করা উত্তম, কারণ এটি সুনানে আন নাসায়ী, 612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নেক আমলগুলির একটি। এবং এইভাবে আচরণ করা একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"...অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

দুর্ভাগ্যবশত, এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে এশিয়ান মুসলমানদের মধ্যে, তারা বাধ্যতামূলক গভীর সন্ধ্যার নামাজ আদায় করার পরে পার্থিব সমাবেশ এবং কথোপকথন করা। যদিও, এটি নিষিদ্ধ নয় তবুও এটি প্রায়শই নিরর্থক কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে , যা সময়ের অপচয়। বিচার দিবসে এটি তাদের জন্য একটি বড় আফসোসের বিষয় হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের দেওয়া পুরস্কারটি পর্যবেক্ষণ করবে। এটি প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন পরচর্চা, গীবত এবং অপবাদ। এবং এমনকি যদি কেউ এর থেকে রক্ষা পায়, তবে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সন্ধ্যায় জেগে থাকা তাদের কেবল আরও ক্লান্ত করে তুলবে, যার ফলে তাদের জন্য জাগ্রত হওয়া এবং ফজরের নামাজ সঠিকভাবে আদায় করা কঠিন হয়ে পড়বে। এই ক্লান্তি প্রায়শই কারণ অনেক মুসলমান মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ ফজরের নামাজ আদায় করেন না। এই ক্লান্তি একজনকে রাতের স্বেচ্ছায় নামায পড়া থেকেও বিরত রাখতে পারে, যেটি ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায, সুনানে আন নাসায়ী, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সামাজিকীকরণ - 90

মুসলমানদের অবশ্যই তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিচল থাকতে হবে, যেমন শয়তান, তাদের ভিতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলিম এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র প্রদান করা হয় যাকে পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

সামাজিকীকরণ - 91

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা পরিণামে বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে, একজনের জীবন থেকে বক্তব্যের দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যে খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে, কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে বাধা দেবে, যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

অত্যধিক কথা বলা একজন ব্যক্তিকে এমন কিছুতে জড়িত করতে পারে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এটি সর্বদা নিজের এবং অন্যদের জন্য সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক। উপরন্তু, যে ব্যক্তি সেসব বিষয় পরিহার করতে ব্যর্থ হয় যা তাদের জন্য চিন্তা করে না, সে তার ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। নিজের ঈমানকে উৎকৃষ্ট করার চেষ্টা করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত।

অত্যধিক কথা বলা নিয়মিত তর্ক এবং মতবিরোধের দিকে পরিচালিত করে, যা শুধুমাত্র বক্তা এবং অন্যদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, অসার ও মন্দ কথা এড়িয়ে চলা এটিকে প্রতিরোধ করবে যার ফলে ব্যক্তি শান্তি লাভ করবে।

অবশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়ই এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

সামাজিকীকরণ - 92

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আসলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে যেমন, আত্মরক্ষায়। এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে না যায়, যা মহানবী (সাঃ) দ্বারা নিখুঁতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য।

এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে, সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচিত উপদেশ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে

উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন। উপরন্তু, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা একজনের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদ 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘৃণার মূল হল রাগ। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলাম কাউকে রাগ দূর করার নির্দেশ দেয় না, কারণ এটি অর্জন করা সত্যিই সম্ভব নয়, বরং এটি তাদের ইসলামের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ

নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি সাধারণত দেখা যায় যে যখন কেউ একটি ভাল কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় যার জন্য সময়, শক্তি এবং এমনকি সম্পদের প্রয়োজন হয়, তখন তারা প্রায়শই অন্যদের দ্বারা বন্ধ করে দেয়। প্রথম বাধা হল শয়তান, যে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বাধা হ'ল নিজের অভ্যন্তরীণ স্বভাব, যা অলসতা এবং লোভে অভ্যস্ত। চূড়ান্ত বাধা অন্য লোকেরা। দুর্ভাগ্যবশত, এই বাধাদানকারীদের মধ্যে অনেকেই প্রায়ই দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মুসলিম। তাদের বিশ্বাস দুর্বল হওয়ায় তারা ছোটখাটো ভালো কাজ করার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। আর তাদের দুর্বল ঈমান তাদেরকে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার দিকে ঝুঁকে দেয় যা সরাসরি ভালো কাজ করার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই এই লোকেরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কেন একজন মুসলমান একটি ভাল কাজ করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে সেই কাজগুলির জন্য সময়, শক্তি এবং সম্পদ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হতে পারে যা ইসলামিক জ্ঞান শেয়ার করে। অন্যরা প্রায়শই তাদের পরিকল্পনাকে ছোট করে তা বন্ধ করে দেয়, কারণ তারা ভাল কাজের গুরুত্বকে গুরুত্ব দেয় না। যারা দান করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ তারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী অন্যরা বন্ধ করে দেবে। যদি তারা অপ্রত্যাশিত আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তারা তাদের সম্পদ ধরে রাখতে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে। লোকেরা, বিশেষ করে দুর্বল বিশ্বাসের মুসলিমরা কীভাবে অন্যদেরকে ভাল কাজ করা থেকে বিরত রাখে, তারা যা করতে চায় তা ছোট করে দেখানোর উদাহরণগুলি অবিরাম।

এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিম যে ভালো কিছু করতে চায় তাদের অবশ্যই বুদ্ধিমানের সাথে পরামর্শ করতে হবে। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র

একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে, অথবা যখন কেউ গাড়ির সমস্যায় পড়ে শুধুমাত্র একজন মেকানিকের সাথে পরামর্শ করে, একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারীদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে শিখেন এবং আমল করেন। শুধুমাত্র এই ব্যক্তি ছোট ভাল কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং তাই অন্যদেরকে সেগুলি করতে উত্সাহিত করবে। ইসলামিক জ্ঞানের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিত নয়, কারণ তারা কেবল তাদের পরিকল্পনাকে ছোট করবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, এমনকি তাদের উদ্দেশ্য খারাপ না হলেও। এই পরামর্শটি অধ্যায় 30 আর রুম, 60 আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...এবং তারা যেন আপনাকে বিচলিত না করে যারা [বিশ্বাসে] নিশ্চিত নয়।"

সামাজিকীকরণ - 94

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা আশ্চর্যজনক যে কত লোক প্রায়ই অন্যকে স্বার্থপর বলে লেবেল করে যদিও তারা স্বার্থপর হয়। তাদের মতে, স্বার্থপর হচ্ছে যখন কেউ অন্যের পছন্দ, মতামত এবং সুখের বিরোধিতা করে নিজের সুখ বেছে নেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা স্বার্থপরতা নয় যদি না অন্যের অধিকার লঙঘন করা হয় তাদের বৈধ পার্থিব পছন্দের জন্য। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সাথে সরাসরি জড়িত এমন পরিস্থিতিতে, যেমন নিজের জন্য একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা, তারপর নিজের সুখানুযায়ী কাকে বিয়ে করতে হবে সে বিষয়ে একটি বৈধ পছন্দ করা স্বার্থপরতা নয়, যদিও অন্যের মতামত, পছন্দ এবং সুখ, যেমন আত্মীয় হিসাবে, পরস্পরবিরোধী হয়. বাস্তবে, যিনি অন্যদেরকে তাদের মতামত এবং সুখ অনুসরণ করার দাবি করেন, যদিও পরিস্থিতি তাদের সরাসরি জড়িত করে না, যেমন তাদের আত্মীয়রা জীবনসঙ্গী বেছে নেয়, সে হল স্বার্থপর ব্যক্তি। যখন একটি বৈধ পরিস্থিতি সরাসরি একজন ব্যক্তিকে জড়িত করে, তখন তাদের অন্যদের মতামত বিবেচনা করা উচিত কিন্তু অন্যের অধিকার লঙঘন না হওয়া পর্যন্ত তাদের খুশি করার জন্য বেছে নেওয়া কোনভাবেই স্বার্থপর নয়। এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি কাজ যখন কেউ তাদের মতামত এবং পছন্দকে দূরে রাখে এমন পরিস্থিতিতে যা তাদের সরাসরি জড়িত করে না এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র পরিস্থিতির সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের সুখ বিবেচনা করে, যেমন দম্পতি বিবাহিত। যেখানে সরাসরি জড়িত নয় এমন পরিস্থিতিতে নিজের মতামত এবং পছন্দকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া স্বার্থপরতা, কারণ পরিস্থিতির সাথে সরাসরি জড়িত মানুষের সুখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ না এটি আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে জড়িত না হয়, শ্রেষ্ঠ এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে কতজন মানুষ অন্যদেরকে স্বার্থপরতার অভিযোগ এনে খারাপ বোধ করে, যদিও তারা স্বার্থপর।

উপসংহারে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর অবাধ্যতা পরিহার করা হয়, যার মধ্যে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত থাকে, ততক্ষণ একজন মুসলমানের উচিত তাদের পছন্দ, মতামত এবং সুখ নির্বাচন করা উচিত যে পরিস্থিতিতে সরাসরি জড়িত, কারণ এটি স্বার্থপর আচরণ নয়।

সামাজিকীকরণ - 95

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই যত্ন নেয় এবং অন্যদের জিজ্ঞাসা করে যে তারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন ভাল ব্যক্তি কিনা। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মনে করেন যে তিনি একজন ভাল মা। একজন ব্যক্তি তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে যে তারা মনে করে যে তারা একজন ভাল বন্ধু কিনা। সমাজে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো মনে করা একজন মুসলমানের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত যে তারা মহান আল্লাহর একজন ভাল বান্দা কি না। এই প্রশ্নের উত্তর সমাজ, সংস্কৃতি বা ফ্যাশন দিয়ে দেওয়া যায় না। এর উত্তর তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ তাদের আচরণকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে তুলনা করে। যখন কেউ বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায় তখন এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পৃথিবীতে তাদের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন দ্বারা নির্ধারিত মতামত এবং মান অনুযায়ী মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজনকে ভাল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় কিনা তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয় হল যে এই জিনিসগুলি অস্থির এবং মানুষের মতামত ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। ফলস্বরূপ, কেউ তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন ভাল ব্যক্তিকে বিবেচনা করে যেমন একজন ভাল মা, অন্য ব্যক্তি একই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের খারাপ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে তাদের মাকে ভালো মা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, যেখানে তার বোন তাদের মাকে খারাপ মা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। এটি প্রায়ই সমাজে ঘটে। এই অস্থিরতার ফলস্বরূপ, কেউ কখনই মানুষকে খুশি করতে পারে না এবং তাই তারা তাদের মতামতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি পাবে না।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি এবং তাদের সম্পর্কের বিষয়ে তাদের মতামত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকে, সে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে সহজেই অবহেলা করবে, যার ফলে তারা খারাপ গোলামে পরিণত হতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই এই দুনিয়া এবং পরকালের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উত্তম বান্দা হতে ব্যর্থ হয়, সে কোন জগতেই শান্তি ও সফলতা পাবে না, যদিও তারা তা অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও। তাদের পার্থিব সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের ভালো মতামত।

পরিশেষে, কেউ যদি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির ভাল মতামত অর্জন করে তবে তা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর খারাপ বান্দা হওয়ার পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উত্তম বান্দা হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করবে, সে মনের শান্তি পাবে, কারণ তারা অগণিত লোকের বিভিন্ন মতামতের পরিবর্তে কেবলমাত্র তাঁর এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়েই চিন্তিত হবে। অনেককে খুশি করার চেয়ে একজনকে খুশি করা সহজ এবং বেশি তৃপ্তিদায়ক। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভাল বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবে, সে অনিবার্যভাবে মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন ভাল ব্যক্তি হয়ে উঠবে যেমন একজন ভাল মা, বন্ধু, প্রতিবেশী ইত্যাদি, কারণ মানুষের অধিকার পূরণ করা। মহান আল্লাহর উত্তম বান্দা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এর সাথে মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য হল, মহান আল্লাহর এই উত্তম বান্দা মানুষের অধিকার পূরণ করবে কিন্তু তাদের সম্পর্কে এবং তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষের মতামত নিয়ে মাথা ঘামবে না। লোকেরা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের খারাপ বিবেচনা করলে তারা পাত্তা দেবে না, কারণ বেশিরভাগ লোকের মতামত জাগতিক মানগুলির উপর ভিত্তি করে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডের যত্ন নেবে এবং জীবনযাপন করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করবে সে এই পৃথিবীতে বা বিচারের দিনে মানুষের, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির খারাপ মতামত দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা বিশ্বাস করতে পারেন যে তার ছেলে একটি ভয়ঙ্কর পুত্র, কারণ তিনি তাকে

জাগতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করেন। কিন্তু যেহেতু সে মহান আল্লাহর একজন উত্তম বান্দা, সেহেতু সে এই পৃথিবীতে তার মায়ের অধিকার পূরণ করে এবং তার প্রতি তার নেতিবাচক মতামত তাকে এই পৃথিবীতে বা বিচার দিবসে প্রভাবিত করবে না, অর্থাৎ তার বিচার হবে আল্লাহ। মহান, একটি ভাল পুত্র হিসাবে.

উপসংহারে বলা যায়, মনের শান্তি ও সাফল্য নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর একজন উত্তম বান্দা হওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়ে চিন্তা করা। যেখানে, উভয় জগতের উদ্বেগ, চাপ এবং অসুবিধা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যে নিহিত।

সামাজিকীকরণ - 96

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের চরিত্রের উন্নতি করতে বাধা দেয়। লোকেরা প্রায়শই মন্তব্য করে যে একজনের অন্যদের বিচার করা উচিত নয়। যদিও এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সত্য, দুর্ভাগ্যবশত, অনেক লোক তাদের আচরণের উন্নতি এড়াতে এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এটির অর্থকে প্রেক্ষাপটের বাইরে সম্পূর্ণভাবে পাক করে ফেলেছে। বাস্তবে, অন্যদের বিচার করা একজনের জীবনের প্রতিটি দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যদের বিচার করেন। তারা তাদের জন্য একজন ভালো জীবনসঙ্গী করবে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন আরেকজনকে বিচার করে। একজন ব্যক্তি সেখানে চাকরির জন্য আবেদন করার আগে একটি কোম্পানির বিচার করেন। একজন নিয়োগকর্তা তাদের দলে যোগদানের জন্য সেরা একজনকে খুঁজে বের করার জন্য প্রার্থীদের বিচার করেন। একজন অভিভাবক তাদের সন্তানের জন্য একজনকে নিয়োগ করার আগে বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের বিচার করেন। একজন ব্যবসার মালিক তাদের সাথে ব্যবসা করবেন কিনা তা নির্ধারণ করতে অন্য ব্যবসার মালিককে বিচার করবেন। তাদের আচরণ, চরিত্র এবং কর্মের ক্ষেত্রে অন্যদের বিচার করার উদাহরণ কার্যত সীমাহীন। তাই অন্যের বিচার করা উচিত নয় এমন দাবি করা নিছক বোকামি, কারণ অন্যের বিচার না করে কেউ এই পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না।

ইসলামের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যের কাজের বিচার করতে হবে, অন্যথায় তারা সমাজে ভাল উপদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] যা মানবজাতির জন্য উত্পাদিত হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অন্যায়কে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ..."

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা, ঘৃণা, দান করা এবং আটকানো ছাড়া একজন মুসলমান তাদের ঈমানকে পূর্ণ করতে পারে না। অন্যদের বিচার না করে কীভাবে এটি অর্জন করা সম্ভব?

অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজে সাহায্য করা এড়িয়ে চলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অন্যদের এবং তাদের কর্মের বিচার না করে অর্জন করা যায় না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

পূর্বে তালিকাভুক্ত অনেক উদাহরণ ইসলাম দ্বারা উৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা এবং উপযুক্ত বন্ধু বাছাই করা। অন্যদের বিচার না করে এসবের কোনোটাই পূর্ণ হতে পারে না।

মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য এবং অন্যদেরকে অনুরূপ করতে উত্সাহিত করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যের কর্মের বিচার করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ক্ষেত্রে, মানুষের বিচার একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি মহান আল্লাহর ফয়সালা। কিছু, কোন মুসলমানকে অবজ্ঞা বা সমালোচনা করা উচিত নয়।

একজন ব্যক্তির চূড়ান্ত ফলাফল বিচার করা; মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কি করবেন না বা তারা জান্নাতে যাবেন কি না, বা তাদের উদ্দেশ্য বিচার করা এমন কিছু যা একজন মুসলমানের করা অনুমোদিত নয়, কারণ এগুলো একজন মুসলমানের জ্ঞানের বাইরে এবং তাই তারা তাদের নিয়ে আলোচনা বা মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই।

উপসংহারে, মুসলমানরা অন্যদের বিচার করার সঠিক ধারণাটি বোঝে যাতে তারা অন্যদের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক সমালোচনাকে আরও সহজে গ্রহণ করে, যাতে তারা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের চরিত্র উন্নত করে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা সঠিক দিকনির্দেশনা এবং উভয় জগতে সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সামাজিকীকরণ - 97

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে মানুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার একটি বড় কারণ হল অজ্ঞতা। যখন কেউ জানে না যে তারা অন্যদের পাওনা বা অধিকার তাদের পাওনা, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, লোকেরা এমন জিনিসগুলি প্রত্যাশা করতে শুরু করে এবং দাবি করতে শুরু করে যা তাদের প্রাপ্য নয় এবং তারা অন্যদের কাছেও যে অধিকারগুলি পাওনা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই বিশ্বাস করেন যে তাদের সন্তানেরা তাদের সম্পূর্ণ বাধ্যতা এবং জমা দেওয়ার অর্থ ঋণী, তাদের সন্তানকে অবশ্যই তাদের পিতামাতার পরামর্শের সাথে একমত হতে হবে এবং তা করতে হবে। কিন্তু ইসলামে এটা ঠিক নয়। একটি শিশুর জীবনে তাদের নিজস্ব আইনসম্মত পছন্দ করার অধিকার আছে, এমনকি যদি এটি তাদের পিতামাতার মতামতের বিরোধিতা করে, যতক্ষণ না তারা তাদের পিতামাতার প্রতি ভাল আচরণ বজায় রাখে। বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ হল যখন লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের স্ত্রীর কাছে ঋণী নয়। ভাইবোনরা প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের ভাইবোনদেরও ব্যতিক্রম ছাড়াই এবং তাদের খুশি করার উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত। উদাহরণ কার্যত অন্তহীন.

একজনের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে অবজ্ঞা এবং অন্যদের যে অধিকার তাদের পাওনা তা একজনকে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন অনুসারে এই মানগুলি তৈরি করতে উত্সাহিত করে। যেহেতু মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়, এই বানোয়াট মানগুলি মানুষ কখনই পূরণ করে না। এটি মানুষের মধ্যে তিক্ততার দিকে নিয়ে যায়, যা সময়ের সাথে সাথে ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এই পরিণতি এড়াতে হবে যাতে তারা অন্যদের পাওনা অধিকারগুলি জানে এবং তা পূরণ করে এবং জনগণ তাদের যে অধিকারগুলি প্রাপ্য তা জানে।

উপরন্তু, যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপর কাজ করে তখন এটি তাদের অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করতে উত্সাহিত করবে, এই আশায় যে মহান আল্লাহ তাদের সাথে নম্র আচরণ করবেন। এই নম্রতা একজনকে অন্যের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করতে বাধা দেবে যার ফলে অন্যদের জীবন সহজ হবে এবং তর্কের ঝুঁকি হ্রাস পাবে। এই নম্রতা একজনকে অন্যের দ্বারা অন্যায় করা হলে জিনিসগুলি ছেড়ে দিতে উত্সাহিত করবে, যাতে তারা তুচ্ছতা এড়ায়। এটি ইতিবাচকতা এবং মনের শান্তির দিকে নিয়ে যায় এবং ভেঙে যাওয়া এবং ভাঙা সম্পর্ক রোধ করে। অন্যদিকে, নিজের মান অনুযায়ী জীবনযাপন করলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। একজন ব্যক্তি সহজেই ছোটখাটো বিষয়ে ছোট হয়ে যায়, তারা তিক্ত হয়ে ওঠে এবং কয়েক দশক ধরে ক্ষোভ ধরে রাখে। এটি শত্রুতা, নেতিবাচকতা এবং অন্যদের প্রতি একটি হতাশাবাদী মনোভাবের দিকে পরিচালিত করে। এই সমস্ত জিনিসগুলি মনের শান্তিকে বাধা দেয় এবং ভেঙ্গে ও ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর কাজ করে অন্যদের সাথে তাদের স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক রয়েছে যাতে তারা মানুষের অধিকারগুলি জানে এবং তা পূরণ করতে পারে এবং জনগণ তাদের যে অধিকারগুলি পাওনা তা জানে।

সামাজিকীকরণ - 98

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ভাঙ্গা এবং ভাঙা সম্পর্কের একটি প্রধান কারণ এড়াতে মানুষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। যথা, অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করা যখন তারা পাপ করেনি। পরিবারগুলিতে এটি প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় যখন কেউ তাদের আত্মীয়দের সাথে এমন আচরণ করে, যার ফলে তারা প্রায়শই তাদের জীবন পছন্দ এবং জীবনযাত্রার সাথে তাদের অসম্মতি দেখানোর জন্য তাদের সমালোচনা করে, তিরস্কার করে এবং খুঁতখুঁত করে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানের প্রতি খোঁচা দিতে পারেন যে এমন কাউকে বিয়ে করে যাকে তারা অনুমোদন করেনি, যদিও কোনো পাপ করা হয়নি। লোকেরা, বিশেষ করে প্রবীণরা, ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যাদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের সকল পরিস্থিতিতে অবশ্যই তাদের ভালবাসতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে মানুষ ফেরেশতা নয়। যদি কাউকে তিরস্কার করা হয় এবং এমন জিনিসগুলির জন্য যথেষ্ট সমালোচনা করা হয় যা পাপ নয়, তবে অবশ্যই এমন একটি দিন আসবে যখন ব্যক্তিটি তার নিজের পিতামাতা হলেও তার আত্মীয়ের সাথে কথা বলা, দেখা বা মেলামেশা করা অপছন্দ করবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ভালবাসে না বা সম্মান করে না। এর মানে হল যে লোকেরা ফেরেশতা নয়, নেতিবাচক মনোভাব একজন ব্যক্তির হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে যার ফলে তারা যখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে নেতিবাচক আচরণ করে তাদের সাথে তাদের আচরণ করতে হয় তখন তারা উদ্বেগ এবং চাপ অনুভব করে। এই চাপ এবং উদ্বেগ এড়াতে তারা তাদের আত্মীয়কে এড়িয়ে চলার মতো মনে করে, যদিও তারা এখনও তাদের ভালবাসে এবং সম্মান করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি এই চাপ এবং উদ্বেগের কারণে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা এড়িয়ে যাবেন, কারণ তারা নেতিবাচক আচরণ এবং মন্তব্যের শিকার হতে চান না। এটি একটি খুব সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করার পরিণতি যা প্রায়শই পরিবারের মধ্যে দেখা যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের সাথে নেতিবাচকভাবে আচরণ করার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, এমনকি যদি এটি শুধুমাত্র সমালোচনা এবং নেতিবাচক মন্তব্য জড়িত থাকে, কারণ এটি সময়ের সাথে সাথে গড়ে উঠতে পারে এবং তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ভেঙে যেতে পারে। যখন অন্যরা কোন পাপ করেনি, তখন তাদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করা উচিত নয় এবং পরিবর্তে তারা যে জীবন পছন্দ করে তা গ্রহণ করা উচিত। তারা অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে তাদের অধিকার পূরণে মনোনিবেশ করা উচিত, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

সামাজিকীকরণ - 99

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আধুনিক বিশ্বে, সমস্ত মানুষের জীবনে যে জিনিসগুলিকে খুব বেশি জোর দেওয়া হয় এবং অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়, তা হল সামাজিকীকরণ। ইসলাম অন্যদের সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ করে না এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের মানুষের অধিকার পূরণের নির্দেশ দেয়। কম নয়, ইসলাম সর্বদা মানুষকে সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য বুঝতে উৎসাহিত করে। মূল উদ্দেশ্য হল পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতিতে একে অপরকে সাহায্য করা। এর মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করা এবং উৎসাহিত করা জড়িত যেগুলো তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এই মনোভাব উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যদিকে, সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন মানুষকে জাগতিক লাভ ও ভোগের জন্য সংযুক্ত এবং সামাজিকীকরণের আহ্বান জানায়। এই মনোভাব মানবজাতির এই পৃথিবীতে একসাথে থাকার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। সামাজিকীকরণ নিজেই একটি শেষ নয়, এটি কেবল শেষ করার একটি উপায়। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে শেষ বিচারের দিনে পৌঁছানো। এই পৃথিবীতে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে লোকেদের একত্রিত করার উদাহরণ যাতে তারা

পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয়, একটি ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করার জন্য একটি কোম্পানি কীভাবে অপরিচিতদের একটি দলকে একত্রিত করে, যেমন একটি পণ্য ডিজাইনিং, উত্পাদন এবং বিজ্ঞাপন হিসাবে। যদি এই দলটি তাদের একসাথে থাকার উদ্দেশ্য মনে রাখতে ব্যর্থ হয় তবে তারা মজা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে সময় নষ্ট করবে। এর ফলে তারা একসাথে থাকার উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করবে এবং এইভাবে তাদের দলকে ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। একইভাবে, মুসলমানরা যদি সামাজিকীকরণের মূল কারণ বুঝতে এবং তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারাও পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে, কারণ তারা পার্থিব কারণে সামাজিকতায় ব্যস্ত ছিল। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একজনকে বৈধ মজা করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে তাদের কখনই এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন এটি সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য।

উপসংহারে, মানুষকে একত্রিত করা হয়েছে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য নয় বরং একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য যাতে তারা একে অপরকে মহান আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। দুজনের মধ্যে পার্থক্য করতে কখনই ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, অন্যথায় তারা এই পৃথিবীতে একসাথে থাকার উদ্দেশ্য পুরোপুরি মিস করবে। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই সর্বদা সংযুক্ত থাকতেন এবং একত্রে কাজ করতেন যাতে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা যায় এবং ফলস্বরূপ তারা সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে দেয় যা অন্য কোন গোষ্ঠী কখনও অর্জন করতে পারেনি। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য ভুলে যায় সে যখনই অন্যদের সাথে মেলামেশা করবে তখনই উভয় জগতেই তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"*ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।*"

সামাজিকীকরণ - 100টি

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি শক্তিশালী এবং বিভ্রান্তিকর মানসিকতা রয়েছে যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েছে, যেমন, একজনের কাজ এবং পছন্দ সম্পর্কে "লোকে কী বলবে" ধারণা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এই মানসিকতা প্রায়ই ধার্মিকতার ছদ্মবেশে পরিধান করা হয় যাতে মুসলমানরা এটি গ্রহণ করে। তারা দাবি করে যে কেউ যদি তাদের সম্পর্কে অন্যরা কী বলে তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা নির্লজ্জ হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, নির্লজ্জতার মূলে রয়েছে আল্লাহর দৃষ্টি, শ্রবণ ও বিচারের প্রতি যত্নবান না হওয়া, মানুষের সমালোচনা নয়, কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের বেশিরভাগ সমালোচনার কোন মূল্য নেই এবং কেউ সহজেই তাদের নির্লজ্জ আচরণকে আড়াল করতে পারে। মানুষের কাছ থেকে

"লোকে কি বলবে" মানসিকতা একজন ব্যক্তির জীবন ও বিশ্বাসের অনেক দিককে প্রভাবিত করে এবং কলুষিত করে। তর্কাতীতভাবে, এর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রভাব হল যে একজন মুসলমান মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে মানুষের জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য একজন আত্মীয়ের জানাজায় যোগদান করবে এবং মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য নয়। এই মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে তাদের অকৃত্রিম ভাল কাজের জন্য তাদের পুরষ্কার তাদের লোকদের কাছ থেকে পেতে যা তারা করা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষকে খুশি করার জন্য এমন আচরণ করা উচিত নয় কারণ এটি ছোট শিরক এবং এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। কোনো অংশীদার থেকে মুক্ত।

"লোকে কি বলবে" এর মানসিকতাও মুসলমানদেরকে এমন আচরণ করতে উৎসাহিত করে যা ইসলামের অপছন্দনীয়, যেমন অযথা, অপব্যয় এবং অতিরিক্ত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ মুসলিম বিবাহের লক্ষ্য বিবাহিত দম্পতির আত্মীয়দের খুশি করা, কারণ তারা মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায়। এটি তাদের অযৌক্তিকভাবে এবং অযথা ব্যয় করে।

মানুষের সমালোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই মানসিকতা একজনকে পাপ করতে উত্সাহিত করতে পারে।

"লোকে কি বলবে" মানসিকতা মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে বাধা দেয়, কারণ তাদের শিক্ষাগুলি প্রায়শই মুসলমানদের মূর্খ সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিপরীতে থাকে। গৃহীত মানুষের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার ভয় একজনকে তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা পরিত্যাগ করতে বাধা দেয় নির্দেশনার দুটি উৎসের জন্য।

"মানুষ কি বলবে" এর মানসিকতাও মুসলমানদের সঠিক পছন্দ করতে বাধা দেয় যা তাদের সুখ ও মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক মুসলমান শুধুমাত্র লোকেদের সমালোচনার ভয়ে, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের, যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়, তাহলে তারা আপত্তিজনক বিয়ে করে।

অবশেষে, "মানুষ কি বলবে" মানসিকতা একজনকে ভালো বৈধ পছন্দ করতে বাধা দেয় কারণ তারা মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দেশের মুসলমানরা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের বিয়ে করতে দেবে না কারণ তারা তাদের আত্মীয়দের সমালোচনার ভয় পায়, যদিও বিয়ের প্রস্তাবগুলো বৈধ এবং ভালো।

মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা একজন মুসলমানের কর্তব্য। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের খুশি করার জন্য কাজ করা উচিত। এর অর্থ হল, জনগণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক বা না হোক ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। তাদের আনন্দ বা অভাব অপ্রাসঙ্গিক। যে ব্যক্তি মানুষের আনন্দানুসারে কাজ করে সে কখনোই এই পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ পাবে না এবং মানুষের প্রশংসাও পাবে না। অথচ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করলে উভয় জগতে শান্তি ও সুখ আসে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে, তাকিফের অমুসলিম গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। উহুদ যুদ্ধে হামজা বিন আব্দুল মুতালিবকে হত্যাকারী ওয়াহশী , যে ব্যক্তি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এই প্রতিনিধি দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাকে। তিনি যখন মদিনায় পৌঁছেন, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তিনি কী করেছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর ঈমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি অহেতুক তাঁর সাথে দেখা এড়াতে পারেন কিনা? ভবিষ্যৎ যেমন তাকে দেখে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার চাচা হামজা (রাঃ) এর হত্যা ও অঙ্গচ্ছেদ করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এটি সহীহ বুখারী, 4072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ওয়াহশীর পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে অযথা তার সাথে দেখা এড়াতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রথমত, এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানবিক প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। তিনি একই অনুভূতি অনুভব করেছিলেন যা অন্য কোনো মানুষ অনুভব করতে পারে, যেমন রাগ এবং দুঃখ। উপরন্তু, এই অনুরোধটি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় স্বস্তি ছিল কারণ এটি মুসলমানদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে তুলেছিল। যদি হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন আচরণ করতেন যেন ওয়াহশী কিছুই

করেননি, তাহলে তা সমস্ত মুসলমানকে এমন আচরণ করতে বাধ্য করত, যেমনটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ অবলম্বন করে। তাকে, বাধ্যতামূলক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

" *বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমনভাবে অন্যদের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরোধ তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে। এটি ক্ষমা এবং ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণা সংশোধন করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মানুষ কম্পিউটার নয়, যারা তাদের মন থেকে স্মৃতি মুছে দিতে পারে। মানুষের কাছে অন্যের কাজ ভুলে যাওয়ার আশা করা হয় না, বরং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করতে এবং অন্যের অধিকার পূরণ করতে উৎসাহিত হয়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬১৩৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না।

অর্থ, একজন মুসলমানের উচিত অন্যকে ক্ষমা করা এবং তাদের অধিকার পূরণ করা, তবে তাদের উচিত অন্যদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন তারা অতীতে তাদের দ্বারা অবিচার করা হয়েছে। অন্যদের অতীত কর্ম উপেক্ষা তাদের ভবিষ্যতে একইভাবে আচরণ করতে উত্সাহিত করতে পারে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং অন্যকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে এবং তাদের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না যে তারা অন্যের কাজ ভুলে যাবে বা তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে না।

সামাজিকীকরণ - 102

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলামের পূর্বে নারীরা নিজেরাই এমন কিছু হিসাবে গণ্য হবেন যা অন্যদের দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত। ইসলাম এই অন্যায় প্রথা রহিত করেছে এবং তাদের এমন অধিকার দিয়েছে যা অন্য সমাজকে ছাড়িয়ে গেছে।

একটি সাধারণ নোটে, ইসলামের আগে, জাহেলিয়াতের যুগে, মহিলাদের জন্য গৃহস্থালির সামগ্রীর সাথে সমতুল্য হওয়া সাধারণ অভ্যাস ছিল। গবাদি পশুর মতো কেনা-বেচা হতো। বিবাহের ক্ষেত্রে একজন মহিলার কোন অধিকার ছিল না। তার আত্মীয়দের কাছ থেকে উত্তরাধিকারের কিছু অংশের অধিকারী হওয়া থেকে দূরে, তিনি নিজেও অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসের মতো উত্তরাধিকারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হন। তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন কিছু হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যখন তাকে কিছুই করার অনুমতি ছিল না। এবং তিনি শুধুমাত্র একজন পুরুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন। অন্যদিকে, পুরুষটি তার ইচ্ছানুযায়ী মজুরির মতো যে কোনও সম্পদ তার সম্পত্তি ব্যয় করতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীকে মানুষ না ভেবে তাকে পশুর সাথে সমতুল্য করে। ধর্মে নারীদের কোনো স্থান ছিল না। তারা পূজার অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি নারীদের আত্মা নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা অল্পবয়সী কন্যাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়েছিল কারণ তারা পরিবারের জন্য লজ্জা হিসাবে দেখা হত। কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করেছিলেন যে একজন মহিলাকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিচারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকেও হত্যা করেছিল কারণ তাকে ছাড়া বাঁচার মতো উপযুক্ত

দেখা যায়নি। কেউ কেউ এমনকি ঘোষণা করেছিলেন যে নারীদের উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানুষকে সকল মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বিধান করেছেন এবং পুরুষদের তাদের উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমানভাবে নারীর অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। . নারীকে স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। তিনি পুরুষদের মতোই তার নিজের জীবন এবং সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কোন পুরুষ কোন নারীকে জোর করে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয় তাহলে বিয়ে চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ হয়ে যায়। তার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া তার যা আছে তা থেকে কোনো কিছু ব্যয় করার অধিকার কোনো পুরুষের নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে স্বাধীন হয়ে যায় এবং তাকে কেউ কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পান। মহিলাদের জন্য ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও বেশি কিছু মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নারীদের দিয়েছেন। এটা আশ্চর্যজনক যে আজ যারা নারীর অধিকারের জন্য দাঁড়িয়েছে তারা কিভাবে ইসলামের সমালোচনা করছে যদিও ইসলাম নারীদের অধিকার দিয়েছে বহু শতাব্দী আগে।

সামাজিকীকরণ - 103

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি চিন্তা করছিলাম কিভাবে মানুষের হৃদয় এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে তার মধ্যে কিছু থাকতে হবে, এটি কখনই খালি হতে পারে না। এর অর্থ, এটি অবশ্যই কিছুর সাথে সংযুক্ত এবং ভালবাসতে হবে। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় তবে এটি বেশ স্পষ্ট। কিছু লোক অন্য লোকেদের ভালবাসে, কেউ প্রাণীকে ভালবাসে, কেউ তাদের ক্যারিয়ার এবং অন্যরা অন্যান্য জিনিস পছন্দ করে। কিন্তু একজন মানুষ যতই কিছু ভালোবাসুক না কেন অবশেষে এমন একটি দিন আসবে যেখানে তাকে বিদায় জানাতে হবে। এটি স্বেচ্ছায় করা হোক না কেন, উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন, বা জোরপূর্বক যেমন মৃত্যু তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই কারণেই যারা জীবিত থাকাকালীন তারা যা পছন্দ করতেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, যেমন একজন ক্রীড়াবিদ তাদের খেলাধুলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তাদের হৃদয় ও মন তাদের প্রিয় জিনিসটির সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে তিক্ত হয়ে ওঠে কিন্তু তাদের শরীর আর ধরে রাখতে পারে না। এর সাথে। স্পটলাইটে তাদের মুহূর্তটি চলে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের ভালবাসা থেকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এটি একটি সর্বজনীন নীতি যা কারও বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে একমাত্র ভালবাসা যা সময়ের সাথে সাথে এবং মৃত্যুর সাথে শক্তিশালী হয় তা হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। এই ভালবাসার অধিকারী তার জন্য কোন বিদায় নেই শুধুমাত্র নির্ধারিত সাক্ষাতের প্রত্যাশা যা বর্ণনা করার শব্দের বাইরে। এই ভালবাসা কেবল সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হয় যখন অন্যান্য সমস্ত বন্ধন দুর্বল হয়ে যায় এবং অবশেষে ভেঙে যায়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা, তবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসা, তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে

ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। যে এটি অর্জন করবে তাকে কখনই বিদায় জানাতে হবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 27-28:

"[ধার্মিকদের বলা হবে], "হে নিশ্চিন্ত আত্মা, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট।" "

সামাজিকীকরণ - 104

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে তারা তাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপে খুব ব্যস্ত থাকায় তারা স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজগুলি করা কঠিন বলে মনে করে, বিশেষ করে মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন কাউকে শারীরিকভাবে সমর্থন করা। যদিও মুসলমানদের যথাসম্ভব স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত যাতে উভয় জগতে তাদের উপকার হয়, যদিও তাদের পার্থিব কর্মকাণ্ড কেবল তাদের এই পৃথিবীতেই উপকৃত করবে, কম নয়, এই মুসলমানদের অন্তত একটি নিরপেক্ষ মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যান্য। এর অর্থ হল, একজন মুসলমান যদি অন্যদের সাহায্য করতে না পারে তবে তাদের উচিত তাদের বৈধ ও ভালো কাজে বাধা না দেওয়া। তারা যদি অন্যকে খুশি করতে না পারে তবে তাদের দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। তারা যদি অন্যদের হাসাতে না পারে তবে তাদের কাঁদানো উচিত নয়। এটি অগণিত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক মুসলমান অন্যদের ভালো করতে পারে, যেমন তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান করে, কিন্তু একই সাথে তারা মানুষের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যদি একজন মুসলমান অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণে অতিরিক্ত হয় তবে বিচারের দিন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ মানসিকতা থাকা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা একটি ভালো কাজ। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করাই উত্তম যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ।

নিরপেক্ষ উপায়। যেহেতু অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করা একজনের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বিচারপতি- ১

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এর মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সিদ্ধান্তে, তাদের পরিবারের প্রতি এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বাধীনে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্য সহকারে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে, মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি, সেইসাথে প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সম্পদ ও কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপস করা উচিত নয়। এটি মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ হবে এবং সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। সুতরাং [ব্যক্তিগত] প্রবণতা অনুসরণ করবেন না, পাছে আপনি ন্যায়পরায়ণ হতে পারবেন না..."

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের নির্ভরশীলদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়, যেমন স্কুল এবং মসজিদ শিক্ষক। একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার মুক্ত নয়, যেমন ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

বিচারপতি - 2

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যিনি দুর্নীতিবাজদের অনাক্রম্যতা দিয়ে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের কন্যা অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথেই লেনদেন করুক না কেন, তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদরা, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে কারণ তারা নিশ্চিত হবে যে সাধারণ জনগণ সহ্য করবে না। এটা

আত্মীয়তার বন্ধন - ১

জামে আত তিরমিযী, 1979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখলে সম্পদ ও জীবন বৃদ্ধি পায়।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মুসলমানদের কর্তব্য, কেননা তাদের ছিন্ন করা মহাপাপ। যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, সে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সহীহ মুসলিমের ৬৫১৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যা জামে একটি হাদিসে পাওয়া যায়। তিরমিযী, 1909 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার অর্থ হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করা। তাদের সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা উচিত এবং তাদের আত্মীয়দের সন্তুষ্টি নয়, কারণ এটি একজনকে ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করতে উত্সাহিত করে। তাদের অধিকার পূরণ করার সময় তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করা বা দাবি করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রমাণ করবে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মৃদুভাবে এবং সদয়ভাবে ভালোর আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো আত্মীয় তাদের পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়, একজন মুসলিমকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, এমনকি ধর্মীয় বিষয়েও। পরিবর্তে তাদের উপকারী জিনিসগুলিতে সাহায্য করা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ দয়ার এই কাজটি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতাপ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যদিও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের সঠিক পথনির্দেশ থেকে আরও দূরে ঠেলে দিতে পারে।

মূল হাদীসে উল্লিখিত সম্পদ বৃদ্ধির অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে আরও আর্থিক সুযোগ প্রদান করেন, যা তাদের বৈধ সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানের সম্পদকে এমন অনুগ্রহে আশীর্বাদ করেন যে এটি তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি প্রদান করে, যা বাস্তবে প্রকৃত সম্পদ। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে এই অনুগ্রহ হারাবে, যা তারা যতই সম্পদ অর্জন করুক না কেন তাদের অসন্তুষ্ট বোধ করবে। এবং এটা সবসময় মনে হবে যে তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রধান হাদীসে উল্লিখিত জীবনের বৃদ্ধি বলতে বোঝায় একজনের সময়ে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যাতে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের প্রতি পালন করতে পরিচালনা করে, যদিও এখনও হালাল উপভোগ করার সময় খুঁজে পায়। অত্যধিকতা, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়া এই বিশ্বের আনন্দ. কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে সে এই অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং তাই তাদের যত সামান্য দায়িত্বই থাকুক না কেন, তাদের কাছে কখনই মনে হবে না যে সেগুলি পূরণ করার এবং সংযম সহকারে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় আছে। তারা পরিবর্তে কোনো বিশ্রাম বা মানসিক শান্তি ছাড়াই একের পর এক সমস্যা নিয়ে দিন কাটাবে।

আত্মীয়তার বন্ধন - 2

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে, যখন তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে এমন সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে যা ভালো এবং মন্দ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

একজনকে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের পাওনা অধিকারগুলি শিখতে হবে যাতে তারা সেগুলি পূরণ করে। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা অন্যের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজনকে অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হবে যে তারা কি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, অর্থ, অন্যের অধিকার, এবং তাই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্র ভঙ্গিতে এবং তারপরও ভাল বিষয়ে সাহায্য করা উচিত, কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আত্মীয়তার বন্ধন - 3

জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে ভালো উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্য ধারণ করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভাল আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় আছে, কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। যদি কেউ তাদের সন্তানকে ভাল আচরণ শেখাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে।

একজন পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে ভালো আচরণ শেখাতে পারেন তা হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হয়ে উঠতে হবে।

আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তার প্রতিফলন করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলমান আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু কল্যাণও রেখে যায়, একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

আত্মীয়তার বন্ধন - 4

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি মানসিকতা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা অনেক লোক বিশেষ করে এশিয়ানদের আছে। আত্মীয়স্বজনদের মতো মানুষকে শারীরিকভাবে একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করার চরম প্রয়োজন। যদিও, এটি এখনও একটি মন্দ উদ্দেশ্য নয়, এই দিন এবং যুগে এটি প্রায়শই ভালর চেয়ে বেশি সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয় তারা এমন ভুল করবে যা অন্যদের যেমন তাদের আত্মীয়দের বিরক্ত করবে। কিন্তু যদি এই ব্যক্তি শুধুমাত্র একবার তাদের আত্মীয়দের সাথে দেখা করে এবং কথোপকথন করে তবে অন্যদের দ্বারা ভুলটি উপেক্ষা করার অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যাতে এটি তর্কের বিন্দুতে পরিণত না হয়। কিন্তু যদি এই একই ব্যক্তি ক্রমাগত তাদের আত্মীয়দের আশেপাশে থাকে তবে তাদের মনোভাব এবং আচরণ তাদের আত্মীয়দের মধ্যে তর্ক এবং ঝগড়ার দিকে পরিচালিত করবে। অন্য কথায়, একজন ব্যক্তির তর্ক করার সম্ভাবনা কম এবং এমন কারো সাথে সহনশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যাকে সে কেবলমাত্র একবার দেখে থাকে তারপরে সে সবসময় আশেপাশে থাকে। এটি এমন একটি সত্য যা সবাই চিন্তা করলে বুঝতে পারবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক বুঝতে পারে না যে শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাল কিন্তু সংঘর্ষ এবং ঘর্ষণে একসাথে থাকার চেয়ে একে অপরের সাথে শান্তিতে থাকা। যুক্তি শুধুমাত্র মানসিক বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় যা প্রায়ই শারীরিক বিচ্ছেদের চেয়ে পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদিও, শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি প্রায়শই বৃহত্তর পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে। বিখ্যাত উক্তি হিসাবে বিচ্ছেদ হৃদয়কে অনুরাগী করে তোলে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানের কর্তব্য তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, তারা তাদের আত্মীয়দের সাথে শারীরিকভাবে থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এই আলোচনার মানে হল যে মুসলমানদের মানুষের মধ্যে শারীরিক বিচ্ছেদ একটি খারাপ জিনিস বিশ্বাস করা উচিত নয়। এটি আসলে তাদের মধ্যে বন্ধন শক্তিশালী করার একটি কারণ হতে পারে।

আত্মীয়তার বন্ধন - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারকে প্রভাবিত করে। সময়ের সাথে সাথে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে যে শক্তিশালী সংযোগ ছিল তা হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির

জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

আত্মীয়তার বন্ধন - 6

কিছুক্ষণ আগে একটা নিউজ ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম, যেটা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মাদক পাচার এবং গ্যাং, বিশেষ করে মুসলিম যুবকদের মধ্যে বৃদ্ধির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্রথম ব্যক্তিদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং এটি প্রতিরোধ করতে হবে তারা হলেন পিতামাতা। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক অভিভাবক আঙুল তুলে দাবি করেন যে স্কুল শিক্ষক, পুলিশ বা মসজিদের ইমামদের অবশ্যই যুবকদের গ্যাং এবং মাদকের ব্যবসা থেকে দূরে রাখতে হবে। যদিও তাদের সকলেরই কর্তব্য আছে, কিন্তু প্রাথমিক ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পিতামাতার।

অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের গ্যাং এবং অবৈধ মাদকের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে অবিরাম শিক্ষা দিতে হবে। এটি কীভাবে জড়িত ব্যক্তিদের জীবনকে ধ্বংস করে এবং যারা তাদের সাথে যুক্ত, যেমন তাদের পরিবার। এটা ঠিক যেমন সহীহ বুখারী, 2101 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ।

যুবকদের গ্যাং থেকে দূরে রাখার চাবিকাঠি হল প্রাথমিকভাবে পিতামাতার কাছ থেকে শিক্ষা এবং তারপর অন্যদের কাছ থেকে, যেমন ভাইবোন এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে। অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের অবস্থান সম্পর্কে কোমলভাবে প্রশ্ন করতে হবে। তারা কার সাথে বাইরে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের অবশ্যই খোঁজ খবর নিতে হবে। এমনকি তাদের সন্তানদের বন্ধুদের সাথে দেখা করা উচিত যাতে তারা সাহচর্যের জন্য

উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে। যদি তাদের সন্তানদের কাছে দামী জিনিস থাকে, যা পিতামাতারা তাদের জন্য ক্রয় করেননি, তবে তাদের অবশ্যই এই প্রশ্ন করা উচিত। ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের এইভাবে প্রশ্ন করা হলে তারা এর সাথে পরিচিত হবে এবং তাদের জীবনে পরবর্তীতে প্রশ্ন করা হলে তারা বিচলিত হবে না। সুনানে আবু দাউদ, ২৯২৮ নং হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা নির্দেশিত পিতামাতার দায়িত্ব এটি।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু বাবা-মা বিশ্বাস করেন যে তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাদের সন্তানদের জন্য সম্পদ উপার্জন করা। তাই তারা নিজেদেরকে এই কাজে ব্যস্ত রাখে এবং তাদের সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সক্রিয় দৃষ্টি রাখার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে অবহেলা করে। হ্যাঁ, সম্পদ উপার্জন করা গুরুত্বপূর্ণ তবে এটি সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করার চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

তাদের কাজকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের বানোয়াট বা অপব্যাখ্যা করে । এটি অযৌক্তিক, কারণ ইসলাম স্পষ্টভাবে এমন কিছু নিষিদ্ধ করে যা নিজের এবং অন্যদের ক্ষতি করে, যেমন অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা বা সেবন। এমনকি তারা দাবি করে যে অমুসলিমদের কাছে অবৈধ ওষুধ বিক্রি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে, কারণ একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ একজন সত্যিকারের মুসলমান বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের যদি অন্য ধর্মের দেবতাদের অসম্মান করার অনুমতি না থাকে, তাহলে ইসলাম কীভাবে মুসলমানদেরকে অন্য ধর্মের

লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে উত্সাহিত করতে পারে? অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 108:

"এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞতাবশতঃ শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালি দেয়।"

এই আচরণ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী জাতিদের কিছু ছিল এবং মহান আল্লাহ তাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 75:

“ এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যদি আপনি তাকে প্রচুর পরিমাণে [সম্পদ] অর্পণ করেন তবে তিনি তা আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে, যদি আপনি তাকে একটি [একটি] মুদ্রার ভার দেন, তবে সে তা আপনাকে ফেরত দেবে না যতক্ষণ না আপনি তার উপর ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকেন [দাবি]। এটা এজন্য যে, তারা বলে, অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং তারা জানে।”

যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অনেক হাদিসে পশুদের প্রতি ভালো আচরণের উপর জোর দিয়ে থাকেন, যেমন সহীহ বুখারী, ৩৩১৮ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহলে ইসলাম কিভাবে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারে?

নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করা তাদের বিশ্বাস এবং খারাপ বক্তব্য এবং উপদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। এই শিক্ষা বাড়িতে শুরু হয়; পিতামাতাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই, এই দায়িত্ব অন্যদের, যেমন স্কুল শিক্ষকদের কাছে প্রসারিত হয়।

একজন পিতা-মাতা যদি এই দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে বিচারের দিন তাদের নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, তা নির্বিশেষে তাদের সন্তান কীভাবে আচরণ করতে পছন্দ করে। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন - 7

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি পারিবারিক জীবনের চাপের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে, যেমন সন্তান লালন-পালন করা। যদিও এই মানসিক চাপ কমাতে একজন ব্যক্তি শিখতে এবং করতে পারেন এমন অনেক কিছু আছে, শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রত্যেক পিতা-মাতা বা আইনী অভিভাবক যারা একটি সন্তানকে লালন-পালন করেন তাদের দুটি উপাদানের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমটি হল তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সন্তানের প্রতি তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, তাদের খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মতো জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরবরাহ করা তাদের দায়িত্ব। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যেমন তাদেরকে পবিত্র কুরআনে আলোচিত উত্তম আচার-আচরণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখানো। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর..."

দ্বিতীয় উপাদান শিশুর নিজের জীবন পছন্দ জড়িত. উদাহরণস্বরূপ, তারা সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পড়াশোনা করতে চায় বা অলস হতে চায় কিনা। এই পছন্দ দুটি বৈধ জিনিসের মধ্যে হতে পারে, যেমন উল্লিখিত উদাহরণ বা সঠিক এবং ভুলের মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শিশুকে অপরাধমূলক জীবন বা একটি বৈধ পেশার মধ্যে বেছে নিতে হতে পারে। সমস্ত বাচ্চাদের শেষ পর্যন্ত এই পছন্দগুলি

করতে হবে এবং তাদের পিতামাতার মতো অন্য কারো দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পথ বেছে নিতে বাধ্য করা যাবে না। বাস্তবে, পিতামাতারা ক্রমাগত তাদের সন্তানদের অনুসরণ করতে পারে না এবং কোনোভাবে তাদের সঠিক পছন্দ করতে বাধ্য করতে পারে না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা প্রথম উপাদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রশ্ন করা হবে এবং জবাবদিহি করা হবে, যেটি তাদের দায়িত্ব ও দায়িত্ব মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত। কিন্তু দ্বিতীয় উপাদানের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না, যা তাদের সন্তানদের স্বাধীন পছন্দ। সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত এটি মনে রাখা এবং তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে চাপ না দেওয়া। একইভাবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আবহাওয়া সম্পর্কে চাপ দেয় না, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের হাতের বাইরে, তাদের দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে চাপ দেওয়া উচিত নয় এবং পরিবর্তে তাদের নিয়ন্ত্রণে কী রয়েছে এবং কীসের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে তার উপর মনোনিবেশ করা উচিত।

আত্মীয়তার বন্ধন - 8

সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ কার্যকর না হয়, তবে এটি বিবাহের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের অর্থ, ভালবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, কারণ এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে

পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর সাথে সন্তুষ্ট থাকে, তবুও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, যা তাকওয়া দূর করতে সাহায্য করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অবশেষে, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে, যেমন তাদের স্ত্রীর, তারপর তারা তাদের অধিকার পূরণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করবেন তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কি না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকারগুলি পূরণ করেছে কিনা, কারণ যখন মহান আল্লাহ অন্যদেরকে প্রশ্ন করেন তখন এটি মোকাবেলা করা হবে, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অথচ, পাপাচারী মুসলমান কেবল তাদের অধিকার, অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করবে যা সে সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকারের সন্তুষ্ট

হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলামের অজ্ঞতা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে এত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমান যদি বিয়ে করতে চায় তবে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, যেমন তাদের স্ত্রীর পাওনা অধিকার, তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে একজনের স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা তাকওয়ার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

আত্মীয়তার বন্ধন - 9

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না । যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য।

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। ভিতরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কতটা সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতাপ করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

"...আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে

তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

"সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা । সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারগুলির দিকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe